ব্রজলীলা নাটক ।

শ্রীচণ্ডীচরণ দে

প্রণীত ।

শ্রীযুত বাবু রামকানাই দাস কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ।

কলিকাতা ।

সুধাসিন্ধু যন্ত্রে

মুদ্রিত ।

৫৯ নং যোড়াসাঁকো বলরাম দের ষ্ট্রীট

সন ১২৭৮

মূল্য ।।০ আট আনা মাত্র ।

শ্রীরাখালচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত ।

বিজ্ঞাপন।

মৎপ্রণীত " ব্রজলীলা " নাটকখানির স্বত্ব শ্রী
বাবু রামকানাই দাসকে দান করিলাম। এই গ্রন্থে আম
নামের সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত আর কোন অধিকার নাই।

কলিকাতা।
১লা জ্যৈষ্ঠ।
১২৭৮।

শ্রীচণ্ডীচরণ দে।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীকৃষ্ণ	বসুদেবের পুত্র।
বলরাম	শ্রীকৃষ্ণের জেষ্ঠ ভ্রাতা।
শ্রীদাম সুবল	শ্রীকৃষ্ণের সহচর।
নন্দ ঘোষ	গোকুলাধিপতি।
উপনন্দ	নন্দ ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
আয়ান ঘোষ	শ্রীকৃষ্ণের মাতুল।
অক্রূর	কংসদূত
রাধিকা	বৃকভানু রাজদুহিতা ও। শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা প্রেয়সী।
বৃন্দা ললিতা বিশাখা সুচিত্রা চম্পকলতা সুদেবী রঙ্গদেবী চিত্ররেখা ইন্দুলেখা	শ্রীরাধিকার সহচরী।
চন্দ্রাবলী	শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম প্রেয়সী।
যটীলা	আয়ান ঘোষের মাতা।
কুটীলা	আয়ান ঘোষের ভগিনী।
যশোদা	শ্রীকৃষ্ণের মাতা।
রোহিণী	বলরামের মাতা।

নট, নটী, বৈদ্য, প্রতিহারী ইত্যাদি।

ব্রজলীলা-নাটক।

নান্দী।

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল আড়াঠেকা।

ভাব মনে, সত্য সনাতনে,
সৃজন পালন কারণে।
যিনি জগত জীবন, সেই পতিতপাবন,
বিশ্বজন বিমোহন, বিশ্বেশ্বর নিত্য ধনে।
দেখ এ ভব সংসার, নহে সুখ পারাবার,
সব জানিবে অসার, সেই সার ত্রিভুবনে॥

(নটের প্রবেশ)

। আহা আজ কি সুপ্রভাত! আজকের সভার কি মনোহর শোভা হোয়েছে! মহামান্য সুধীসমূহের সমাগমে কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ কোরেছে। কি সৌভাগ্য! যদি কোন ক্রমে সভাসীন মহোদয়গণের মনোরঞ্জন করিতে পারি, তাহা হইলে কি সুখের বিষয় হয়; কিন্তু হায়! সে আশা আমার পক্ষে একটী মহতী দূরাশা মাত্র। আমার এমন কি গুণ আছে, যে সভাসীন সজ্জনদিগের তুষ্টী সম্পাদন করিব। লোকে বলে থাকে চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই, তা ভাল চেষ্টা করা যাক্ না কেন, যত দূর পারি, তাতে ক্ষতি কি? তবে প্রেয়সীমাকে একবার আহ্বান করি, (নেপথ্যাভিমুখে) প্রেয়সি! একবার এখানে এসো।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়াখেমটা।

ত্বরা করি প্রাণেশ্বরী, দেহ দরশন লো।
না হেরে তোমার মুখ, বিকল জীবন লো।
তোমার সাহায্য লোয়ে, নৃত্য গীত অভিনয়ে,
তুষিব সজ্জনচয়ে, কোরেছি মনন লো॥

(নটীর প্রবেশ)

নটী —

রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়াখেমটা।

অসময় অসময়, কেন ডাকিলে আমায় হে
অবলা সরলা জনে, নটা'লে কি দায় হে॥
আমারে হে কিবা কাযে, আনিলে সভার মাঝে,
নারী হোয়ে একি সাজে, মরি লাজে হায় হে॥

প্রাণনাথ আমায় কেন ডাক্‌লে?

নট। প্রেয়সি! দেখ দেখি কেমন মনোহর স—
এই সভায় যাবতীয় ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছে;
অতএব নৃত্য গীত দ্বারা ইহাদের মনোরঞ্জন করিতে
চেষ্টা করিলে ভাল হয় না? শুনিয়াছি, অভিনয় কার্য্য
নাকি সভ্যজনগণের প্রধান আমোদ রূপে গণ্য, ত
এস আমরা তারই চেষ্টা করি।

নটী। নাথ! অভিনয় কি সামান্য ব্যাপার, আমাদে
দ্বারা তাহা যে সুচারুরূপে সমাধা হবে, তার সম্ভাবনা কি
অতএব সে বিষয়ে হাত দিতে আমার সাহস হচ্ছে না।

নট। প্রেয়সি! তুমি কি জান না, যে মরালগণ নীর পরি
ত্যাগ কোরে ক্ষীর গ্রহণই কোরে থাকে, তেমনি সজ্জ

সম্প্রদায় দোষ পরিহার পূর্ব্বক গুণই গ্রহণ করেন, তার জন্যে ভাবনা কি ?

। নাথ ! তবে কোন্ নাটকের অভিনয় করা স্থির কোর্লে ?

। প্রিয়ে ! আজ কাল স্থানে স্থানে অনেক নাটকের অভিনয় হোতে আরম্ভ হোয়েছে, আমি বোধ করি, শ্রীকৃষ্ণের মধুর ব্রজলীলা পূরিত "ব্রজলীলা" নাটকের অভিনয় কোল্লে ভাল হয় না ? কেননা একে তো ব্রজলীলা অতীব হৃদয়প্রফুল্লকর, তাহাতে তাহার অভিনয় কার্য্য অবশ্যই কথঞ্চিৎ লোকরঞ্জন হইবে, ইহাতে তোমার মত কি ?

। প্রাণেশ্বর ! উত্তম কল্পনা কোরেছ, ব্রজলীলার তুল্য সুমধুর মনোহারিণী বিষয় কি আছে? এসো "ব্রজলীলা" নাটকেরই অভিনয় করিয়া সজ্জনগণের চিত্তরঞ্জনে যত্ন করি।

। প্রেয়সি ! সেই জন্যেই আমি ঐ নাটকখানি স্থির কোল্লেম, এখন চল সাজ গোজ কোরে আসা যাক্।

। নাথ ! যাব কি আমার মন সচ্চে না। বামনের চন্দ্র ধারণের ন্যায় সুধীগণের মনোরঞ্জনে চেষ্টা করা আমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম, তাতেই সাহস হচ্চে না।

রাগিণী ভৈরবী। তাল তাড়া।

অবলা সরলা বালা, সাহস বল কি আছে।
কি জানি তুষিতে হয়, কলঙ্ক সবার কাছে ॥
সঙ্গীত বারিধী নীর, দুস্তর অতি গভীর,
মন্থন করিতে গিয়ে, হলাহল ওঠে পাছে ॥

নীতি। প্রেয়সি! সহজে তুমি অবলা সরলা, সাহস না হ[illegible]
ক[illegible]াই আছে।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

সুবদনী কেন তুমি, হোতেছ উদাস।
সজ্জন রঞ্জনে প্রিয়ে, হওনা নিরাশ॥
হংস যেমন্ ত্যজি নীর, গ্রহণ করে লো ক্ষীর,
সেই রূপ যত ধীর, পুরায় অভিলাষ॥

(উভয়ের প্রস্থান।
যবনিকা পতন)

ব্রজলীলা-নাটক।

—৹—

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম প্রস্তাব।

নিকুঞ্জ কানন।

(শ্রীমতী রাধিকা, বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা, সুচিত্রা, চম্পকলতা,
সুদেবী, রঙ্গদেবী, চিত্ররেখা, ইন্দুলেখা
প্রভৃতি উপবিষ্টা।)

রাধিকা। (ম্লান মুখে) সখি! পোড়া লোকের জ্বালায় আ-মার মুখ দেখানো ভার হলো দেখ্‌চি, সকলেই আমাকে কালাকলঙ্কিণী বোলে গঞ্জনা দেয়, দেখ্‌লেই অমনি কানাকানি করে, তাদের জন্যে আমি কত বাদ সেধেছি। মনে করি আর শ্যামের প্রতি চায়বো না, কিন্তু পোড়া বংশীধ্বনী শুন্‌লেই অমনি প্রাণ হুহু কোরে উঠে; এ দিকে পরের কথা আবার ঘরে গুরুজনের গঞ্জনা, অবলা কুলবালার প্রাণে কত সয়। কালার কুহকে মজে কুল মান সব গেছে, এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি পোড়েছে; দেখ্ ভাই, শ্যাম যদি আমার এ কলঙ্ক মোচন না করেন, তবে এ ছার প্রাণ পরিত্যাগ কোর্‌বো।

বৃন্দে। সই! আর ভাব্‌লে কি হবে, আগে ভাবা উচিত ছিল. যার সমুদ্রে শয্যে তার আবার শিশিরে ভয় কোল্লে চোল্‌বে কেন. মাছ ধোত্তে গেলেই, গায়ে কাদা লেগেই থাকে। যার অপরূপ মোহন মূর্ত্তি হৃদয় মধ্যে সর্ব্বদা জাগ্‌চে, যার মধুর বংশীধ্বনী শ্রবণে বনবাসী অবলা হরিণেরাও অস্থির হয়, সামান্য কলঙ্ক ভয়ে, তুমি তাকে ভুল্‌তে চাচ্চো, এমন কথা কেমন কোরে বোল্লে, শ্যাম পরিত্যাগ কোরে কি নিয়ে বেঁচে থাক্‌বে ?, ভাই শ্রীমতি বুঝি আমাদের মন বোঝবার জন্যে এ কথা বোল্‌চো।

ললিতা। ভাই ওঁর ঠাটের কথা শুনিস কেন, উনি শ্যামকে পরিত্যাগ কোর্ব্বেন, বোল্‌তে লজ্জা হয় না, এক দণ্ড যাকে না দেখে প্রাণে বাঁচেন না তাকে কি ভুলে থাক্‌বেন। আমাদের যেমন ঠাকুর তেমনি ঠাকুরুণ, কার কথা কত কব।

বিশাখা। সখি লোকে যে আমাদের রাজকুমারীকে কলঙ্কিনী বলে, সেটা কিছু ভাল নয়, তাতে আমাদের ও কলঙ্ক আছে।

সুচিত্রা। তা বই কি বোন্, এক মেয়েকে বোল্লে সকলের গায়ে লাগা উচিত। ভাই! তা ঠাকুরটীকে বোলে কোয়ে এর একটা বিহিত করা কোর্ত্তব্য।

রাধিকা। প্রিয় সখি! তোমরা যা মনে কর, আমার মনে বড় ধিক্কার জন্মেছে, যদি এর কোন উপায় না হয়

তবে আর কালার মুখ দর্শন কোর্‌বো না, তাতে প্রাণ থাক্ বা যাক্।

রূপকলতা। রাজকুমারি! ধৈর্য্যধর, অস্থির হচ্চো কেন, যাতে তোমার কলঙ্ক মোচন হয়, তার চেষ্টা করা যাবে। ভেবে ভেবে কি আপনার প্রাণ হারাবে।

রাধিকা। সখি! বোল্‌বো কি, কালা কি কুহুকমন্ত্র জানে, নইলে আমি রাজকন্যা, আমার কিসের অভাব, তবু আমি নিজ পতি পরিত্যাগ কোরে, তার প্রেমের অনুরাগিনী হোয়েচি, একি সামান্য লজ্জার কথা। কতবার মনে করি, যে সেই কুটীল কালাকে আর দেক্‌বো না, তার রূপ ভাব্‌বো না, মানভরে থাক্‌বো, কিন্তু সেই চতুরের চাতুরিতে আমার সকল পণ একবারে নষ্ট হয়; তার মোহনমূর্ত্তি দর্শনে ও মধুর বংশীধ্বনী শ্রবণে স্থির থাক্‌তে পারি না, তখন মনে হয়, যে কুল মান, গৃহধর্ম্ম সব পরিত্যাগ কোরে, কালার অনুগামী হই।

রাগিনী ভৈরবী। তাল একতালা।

প্রিয় সখি কেমনে ভুলিবো বল তায়।
ভুলিতে যতন করি, ভোলা ওগো নাহি যায়॥
কালা কি চাতুরী জানে, মজায় বাঁশীর গানে,
অস্থির করে গো প্রাণে, এ যে দেখি বড় দায়॥
মনে করি ভুলে রই, দেখিলে প্রমাদ সই,
আমি যেন আমি নই, দুঃখ কারে কই,
হেরিলে সে চন্দ্রানন, কোথা বা সে থাকে পণ,
ত্যজি গৃহ পরিজন, বাসনা ভজিগে তায়॥

সুদেবী। কেন ভাই শ্রীমতি! মন তো তোমার, আর কা
তো নয়, আপনার মনকে আপনি শাসন কোত্তে পা
না, তবে তোমার পণ করা বৃথা, কেবল লোক চলানে
বই তো নয়।

চিত্ররেখা। (সহাস্যে) শ্রীমতি! তুমি তাঁর চাতুরী কি বুঝ্বে
বল, যখন জগত সংসার তাঁর মায়ায় মুগ্ধ হোয়ে আছে,
তখন অবলা কুলবালা হোয়ে কি তাঁর চাতুরীতে স্থি
থাক্‌তে পারা যায়।

রাধিকা। সখি! দেখ কথায় কথায় রাত্রি অধিক হোয়েচে
চন্দ্র আকাশের মধ্যস্থানে এসেচে, ঘুমে চোক জড়িয়ে
আস্‌চে, কই এখনো শ্যাম এলো না কেন?

ইন্দুলেখা। শ্রীমতি! তোমার মন অতি চঞ্চল, যদি প্রতিজ্ঞ
রাখ্‌তে পার না, তবে এমন প্রতিজ্ঞে কর কেন? এই না
বোল্লে তার আর মুখ দেক্‌তে চাই না।

চম্পকলতা। ওলো, ওঁর কথা শুনিস্ কেন উনি সব কোত্তে
পারেন, উনি কখন গড়েন, কখন ভাঙ্গেন, কিন্তু দোহাই
লাগাবার বেলা আমরা।

সুদেবী। না ভাই ঠাট্টা তামাসার কথা নয়, এ বড় দুর্ণাম, যদি
শ্যামকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কলঙ্ক মোচন কোত্তে পারা
যায়, তা হলে এর চেয়ে আর সুখ কি আছে?

বৃন্দা। শ্রীমতি! অধোমুখে রইলে কেন? ভাবনা কি, আমার
থাক্‌তে আবার ভাবনা, আজিই কালাচাঁদকে বোলে এর
একটা উপায় কোর্‌বো এখন। তুমি কি জান না, তিনি

মায়াময়, মায়াতে কি না অদ্ভূত কাণ্ড কোরেচেন, তখন তার পক্ষে তোমার কলঙ্ক ভঞ্জন করা কি একটা ভার।

রাধিকা। (বৃন্দার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া) প্রিয়সখি! তোমরা আমার জীবনসর্ব্বস্ব, তোমরা যদি এই কাজটী কর, তা হোলে আমি তোমাদের চিরদাসী হোয়ে থাক্‌বো।

বৃন্দা। শ্রীমতি! তুমি কি পাগল হোয়েচ, তুমি কি সামান্যা নারী, দেখ দেবতারা যাকে ধ্যানে পায় না, সেই বংশীধারী তোমার আজ্ঞাকারী। অমন কথা বলে, আমাদের অপরাধী কোরো না।

চিত্রা। (স্থির ভাবে শ্রবণ করিয়া) শ্রীমতি! ঐ দেখ, রাধানাথের বংশীধ্বনী শোনা যাচ্চে, বোধ হয়, তিনি এই দিকেই আস্‌চেন।

রাধিকা। সখি সুচিত্রে! আর তুমি সে নিষ্ঠুরকে রাধানাথ বোলো না, যদি যথার্থ রাধানাথ হবে, তা হলে রাধার এত দুর্দ্দশা হবে কেন?

ললিতে। রাজকুমারি! দেক্‌বো আজ সেই কালাচাঁদকে পায়ে ধরাতে, যেন মায়ায় বশীভূত হোয়ে অল্পেতে ছেড়ো না।

সুদেবী। (মুখ ভঙ্গী করিয়া) হাঁ, সব কোর্‌বেন, শ্যামের মুখ দেক্‌লে কি আর কিছু মনে থাক্‌বে, তা তোমরা মনে ও করো না, সব ভুলে যাবেন।

তা বই কি, উনি যদি ভাই মায়ার বশীভূত হন, তা বোলে আমরা হবো কেন? আমরা তো অল্পে ছাড়বে.

...না। আজ তিনি কেমন চতুর তা বুঝবো এখন, নাকে জলে চোকের জলে কোরে ছাড়্বো।

সুচিত্রা। ভাই! তা তুমি পারো, তোমার অসাধ্য তো কি দেক্‌তে পাইনে।

রাধিকা। সখি! আমি প্রতিজ্ঞে কোরে বোল্‌চি, যে শ্যা... যদি আজ আমার কলঙ্ক মোচন না করেন, তবে আ... তাঁর মুখও দেক্‌বো না, আর এ জীবনও রাখবো না ভাই! লোকের গঞ্জনা কত সইবো বল, আমার বেঁচে থাকার চেয়ে, মরণই ভাল, এ ছার জীবনে ধিক।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

ধিক এ জীবনে সখি, ধিক প্রেম আলাপনে।
লাভেতে কলঙ্ক হলো, পরিহাসে সর্ব্বজনে॥
আমি লো রাজার মেয়ে, কুলমান সব খেয়ে,
ভুলিনু যাহারে পেয়ে, সেহ নাহি ভাবে মনে॥
প্রতিকুল প্রতি জনা, কলঙ্ক করে রটনা,
ঘুচাবো সব গঞ্জনা, জীবনে ত্যজি জীবনে॥

(সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

নিকুঞ্জ কানন।

(সখিগণ পরিবেষ্টিতা শ্রীমতী রাধিকা উপবিষ্টা)

কৃষ্ণ। (বংশীধ্বনী করিতে করিতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) একি ! আজ সকলেই কেন বিরষভাবে বসে আছে, কিছু ভাব বুঝ্‌তে পাচ্চি না। (রাধিকার প্রতি দৃষ্টি করিয়া) এই যে আমার প্রাণাধিকা রাধিকা অধোবদনে ধরায় বোসে আছে, নয়ন জলে দুই চক্ষু ভেসে যাচ্চে। (প্রকাশ্যে) প্রেয়সি ! এ দাসের প্রতি সদয় হোয়ে মান পরিত্যাগ কর, নয়ন জল মোচন কর, তোমার মলীন বদন দর্শনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ প্রায় হলো। শ্রীমতি ! দেখ্‌ আমি যে তোমা বিনা কাহাকে জানি না, তুমিই আমার ধ্যান, জ্ঞান, জীবন সর্ব্বস্ব। মানময়ী ; তোমার চরণে ধরি, মান পরিত্যাগ কোরে, এ দাসের প্রতি প্রসন্ন হও।

(পদতলে পতন)—

[illegible]। কালাচাঁদ ও কি কর, মেয়ে মানুষের পায়ে ধোল্লে লজ্জা করে না।

নাহি লাজ শঠরাজ, আসিয়া নারীর মাঝ,
সাধিতে আপন কায, কত কর ছলনা।
ছি ছি কালা ওকি কর, কেন হে চরণে ধর,
ঠাট্ ছলা পরিহর, সর সর সর না॥
যাও যাও কালাচাঁদ, আগে পুরাইয়া সাধ,
শেষে সাধো এত বাদ, পেয়ে বুঝি ললনা।
কত আর বার বার, পরিব কলঙ্ক হার,
কলঙ্ক হইল সার, আর কিছু হলোনা॥
আমরা কুলের বালা, কত হে সহিব জ্বালা,
তব প্রেমে মজে কালা, পূরিল না বাসনা।
এ সুখ শরদ নিশি, বিফলে কাটাই বসি,
ইচ্ছা হয় জলে পশি, প্রাণে আর রবনা॥
রাধিকা রাজার মেয়ে, কুল মান সব খেয়ে,
মজিল তোমারে পেয়ে, তারে তুমি ভজনা।
কত আর ছলে কলে, ভুলাইবে কৌশলে,
রাধে কলঙ্কিণী বোলে, শেষে হলো রটনা॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়সখি! অকারণ কেন আমাকে ভৎর্সনা কোচ্চো? আমি এমন কি অপরাধ কোরেছি, যে শ্রীমতী রাধা মানভরে ধরাসনে বোসে আছেন, আর তোমারা সকলে আমাকে এত তিরস্কার কোচ্চো, সহসা তোমাদের এ ভাবের উদয় হলো কেন? আমি তো তিলার্দ্ধ রাধা ছাড়া নই।

জীবনের আধা রাধা, রাধা মোর প্রাণ।
দিবা নিশি সুখে বসি, রাধা করি ধ্যান ॥
রাধা বিনা এ জীবনে, কিবা আছে ফল।
বিনা সে কিশোরী ধনী, সকলি বিফল ॥
অভেদ জীবন দোঁহে, অভেদ যে নাম।
সেই হেতু সর্ব্বজনে, বলে রাধা শ্যাম ॥

শকলতা। বলি শ্যাম তোমার চাতুরী বোঝা ভার, তা না হলে কি, বাঁশির গানে কুলনারীর কুল মজাও। তুমি নিজে যেমন ত্রিভঙ্গ, তেমনি তোমার রঙ্গভরা ভঙ্গিমে দেখে হাসি পায়।

। যাও হে নাগর, তোমার উপর আর আমাদের একটুকু বিশ্বাস নেই, তুমি কখন যে কার, তা বুঝে উঠা ভার, যে দিকে জল পড়ে, সেই দিকে ছাতি ধর। সরে যাও, তোমার চরণে ধোত্তে হবেনা, যে পুরুষ অন্য নারীর সঙ্গ করে, আমাদের রাজকুমারী তাকে স্পর্শ করে না।

নাগর তোমার সমান, শঠের রাজা, জগতে কে আছে।
ছিছি যাও হে সরে, তোমায় ছুলে, রাই কালো হয় পাছে ॥
রাধিকে রাজার মেয়ে, রূপে ধন্যা, ওহে মান্যা ত্রিসংসারে।
তোমার যে বামন হোয়ে, চাঁদে হাত, ভজতে চাও তারে ॥
তুমি রাখাল রাজা, ধেনু চরাও, তাইতে এতেক সাধ।
বলি জানবে কি তাই, পিরিত তুমি নাগর কালাচাঁদ ॥

বী। (সহাস্যে) কেমন ঠাকুর হোয়েচে, একি রাখালের কর্ম্ম রাজকুমারির মনোরঞ্জন করা, তুমি ধেনু চরাতেই জানো, পিরিতের কি ধার ধারো

শ্রীকৃষ্ণ। সখিগণ! এখন ভাল জান্‌লেম যে, দুঃসময়ে বন্ধু
দেরাও প্রতিকূল হয়, নতুবা বিনা দোষে তোমরা কে
এত ভৎসনা কোচ্চো।

ইন্দুলেখা। কানাই! আমরা তো তোমার নই, যে তোম
হোয়ে বোল্‌বো, আমরা যার খাই, তার গুণ গাই।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয় সহচরীগণ! এখন পরিহাসের সময় নয়, আম
প্রাণ অতিশয় কাতর হোয়েচে, যাতে প্রাণেশ্বরী কিশে
রীর মান ভঙ্গ হয়, তা কোরে এ জীবনের মত কি
রাখো। দেখ তিলার্দ্ধ যে রাধার অদর্শনে আম
হৃদয় বিকল হয়, এক্ষণে সেই শ্রীমতিকে ধরাশায়ী দে
আমার প্রাণ দেহ ছাড়্‌তে উদ্যত হোয়েছে। (রোদন

বৃন্দা। ভাল শ্যাম, যদি এত ভাল বাসো, তবে এমন কর্ম্ম ক
কেন। পুরুষের কি ধর্ম্ম, যে নিত্যি নূতন পেলে পু
তনে মনে থাকে না, তোমার তো জন্মে ও রোগ গেলে
না, যেমন আলোচাল দেখ্‌লে, কিসের মুখ চুলকে
তাই হোয়েছে তোমায়।

রঙ্গদেবী। বলি চতুরচূড়ামণি! এখন তোমার সে চাতু
কোথা গেলো, একেবারে কেঁদে হাট বসালে যে, ব
তোমার হাসি কান্না বোঝা ভার। এখন নাকে খ
দেও, তবে বোলে কোয়ে শ্রীমতির মান ভাঙ্গা
পারি।

শ্রীকৃষ্ণ। সখিগণ! তার আর আশ্চর্য্য কি? যাকে প্রাণ
সমর্পণ কোরেছি, সে কিশোরী আমার জীবনের আধা
তার পায়ে ধর্‌তে অপমান কি? (রাধিকার প্রতি

প্রাণেশ্বরি ! এ অধীনের প্রতি সদয় হও, নতুবা তোমার চরণতলে এ ছার জীবন পরিত্যাগ কোর্‌বো, দেখ বারি বিনা কি কখন মীন জীবিত থাকে, তেমনি রাধা বিনা আমার জীবনই বৃথা। যদি নিতান্তই অপরাধ কোরে থাকি, তবে তার উচিত দণ্ড বিধান কোরে সন্তুষ্ট হও। বিনোদিনি ! দেখ নিশা অবসান প্রায়, এখনো তোমার মানের অবসান হলো না। একেবারে এত নিষ্ঠুরতা শিখ্‌লে কোথায় ? দেখ তোমার নিদারুণ মানানলে আমার প্রাণ দগ্ধ প্রায় হোয়েছে, এখন তোমার সুমধুর বচনামৃত বিনে, আর আমার বাঁচ্‌বার উপায় নাই। প্রেয়সি ! দাস যদি কোন অপরাধ করে, তা প্রভুর চরণে ধোর্‌লে কি ক্ষমা পায় না। (রোদন করিতে করিতে পদতলে পতন)

ধকা। (স্বগত) এখন কি করি, প্রাণবল্লভকে যে রূপ কাতর দেক্‌চি, তাতে আর মানভরে থাকা ভাল দেখায় না, কি জানি যদি রাগ কোরে চোলে যায়, তবে আমারই ক্ষতি, এক কোত্তে আর হোয়ে যাবে। যা পণ কোরেছিলেম, তাতো হলো, এখন আমার অভিপ্রায় সিদ্ধি হবার সময় দেক্‌চি। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) নটরাজ ! ছিছি পায়ে ধোরোনা, যার সঙ্গে নিশি পোহালে, তার পায়ে ধর গে, নতুবা সে ধনী অভিমানিনী হবে।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়াখেমটা।

প্রাণনাথ কেন আজ আমারে, কর ওহে ছলনা।
ছিছি গুণমণি তুমি, মিছে পায়ে ধরোনা॥
মজেছ কার নব ভাবে, জেনেছি হে অনুভাবে,
কেন হে আমায় মজাবে, শঠরাজ সরনা॥
পোড়েছ যার প্রেম ফাঁসে, যাও হে তাহার পাশে,
এথা বোসে কিবা আশে, নটরাজ বলনা॥

শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমতি! ও কথাটী আর বোলনা, আমি যে তোমা বিনে কাহাকে জানি না, তোমাকে আপন প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসি, তুমি এমন কথা বোল্লে, দাঁড়াই কোথায়?

(চরণ ধারণ)

রাধিকা। (সহাস্যে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিয়া) উঠ২, তুমি কি পাগল হোয়েছ, গোড়া কেটে আগায় জল দিলে কি হবে? তুমি তো সখা এক জনের নও, যখন যার কাছে থাক তখনই তার, তোমার ছলনা বোঝা ভার।

শ্রীকৃষ্ণ। বিনোদিনি! তোমার হাস্য মুখ দেখে আমার দেহে প্রাণ এলো, এতক্ষণ যে কি যাতনা ভোগ কোচ্ছিলেম, তাহা বলা যায় না, দাসের প্রতি এত অভিমান করা উচিত নয়।

বৃন্দা। কানাই! সাধে কি রাজকুমারী এত অভিমানিনী হন। দেখ! তোমায় ভজে সকলেই কালাকলঙ্কিনী বলে,

কি লজ্জার কথা, তবে আর তোমাকে কে ভজ্‌বে ?
যদি শ্রীমতীর কলঙ্ক ভঞ্জন না কর, তবে আমরা তো-
মাকে একেবারে পরিত্যাগ কোর্‌বো।

কৃষ্ণ। (হাস্যমুখে) প্রেয়সি! এই জন্যে এত অভিমান,
তা বোল্লেই তো হয়, কাল্‌কেই তোমার কলঙ্ক ভঞ্জন
কোর্‌বো, তার জন্যে ভাবনা কি ?

ললিত। বলি রাজকুমারি! এখন তো তোমার মনস্কামনা
সিদ্ধি হলো, আর অধোমুখে বসে কেন ? তোমরা
দুজনে একাসনে বসো, আমরা সকলে চরণ সেবা কোরে
জীবন সার্থক করি।

কৃষ্ণ। সখিগণ! আমার বড় অভিলাষ হোয়েছে, যে
শ্রীমতীকে রাজা কোরে সিংহাসনে বসিয়ে, স্বয়ং কোটাল
বেশ ধারণ করি।

রাধিকা। (হাস্যমুখে) ছিছি শুনে লাজে মরি।
ছিছি শুনে লাজে মরি, ওহে হরি, কইতে লাজ পাই;
নাগর হোয়ে কোটাল তুমি, হইবে কানাই॥
বলি রসের নাগর। বলি রসের নাগর,
গুণের সাগর, রসিক কালাচাঁদ।
শঠের শিরোমণি তুমি, কখন্ কি যায় সাধ॥

বৃন্দা। ঠাকুর তোমার যে কখন কি সাধ যায়, তা বলা যায় না।
যদি কোটাল হোতে এত বাসনা হোয়ে থাকে, তার
জন্যে ভাবনা কি ? এখন রাত্রি প্রায় শেষ হলো, ঘুমে
চোক্ ঢুল্ ঢুল্ কোচ্চে, আর তো বোস্‌তে পারি না।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়াঠেকা।

সখা ভাবনা কি তার।

পূরাবো যতন করি, বাসনা তোমার॥

শুন হে নাগরমণী, রসিকের শীরোমণী,

পেয়েছ রসিকাধনী, সুখ পারাবার॥

মনেতে যে আছে সাধ, পূরাও হে কালাচাঁদ,

এতে কে সাধিবে বাদ, কি সাধ্য কাহার॥

(সকলের প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম প্রস্তাব।

—:—

আয়ান ঘোষের বাটী।

(কুটীলা ও আয়ান ঘোষের প্রবেশ)

কুটীলা। (স্বগত) এই যে দাদা খড়্গধারী হোয়ে এই দিকেই আস্‌চে, এই বেলা বোল্লে, আমার মনস্কামনা সিদ্ধি হতে পারে, এমন সময় আর পাবো না, যাতে কালাকলঙ্কিনী রাধাকে একেবারে প্রাণে মারে, আর কালার প্রাণ নষ্ট হয়, আমার তাই কোত্তে হবে, নৈলে তুবা এ দৌরাত্মিতে আর তো টেকা যায় না। (প্রকাশ্যে) দাদা! বোল্‌বো কি, পোড়ারমুখী বউর জ্বালা আর তো সহা যায় না, সে তো রাত দিন কালার সঙ্গে বনে বনে ঘুরচ্চে, ঘরে থাক্‌বার নামও করে না, আবার বোল্‌তে গেলে উল্‌টে চুলের মুটো এসে ধরে। আহা! এমন মেয়ে এনেছিলে, যে আমাদের নিষ্কলঙ্ক কুলে কালি পড়্‌লো। ভাই! তুমি তো কিছু বোল্‌বে না, পোড়ামুখির রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যাচ্চে, পাড়ায় আর মুখ দেখাবার যো নেই। বাবা! এমন তো মেয়ে মানুষের বুকের পাটা নয়, লজ্জা নাই, কলঙ্কের ভয় রাখে না,

কুলের মাথা একেবারে খেয়ে বোসেচে, এমন কালামুখী বউতো কারু ঘরে দেখিনি।

আয়ান। কুটীলে ! বলিস্ কি ! রাধিকা আমার তো তেমন নয়, সকলেই রাধাকে কত ধন্য ধন্য করে, কেবল তুই তাকে দেক্‌তে পারিস্‌নে, তাই বুঝি আমাকে নাগাতে এসেচিস্ আমি তোর কথা শুন্‌তে চাই না। যদি তোর গুণ না জান্‌তেম, তা হলে এক দিন হতো, তুই তো যত নষ্টের গোড়া, তো হতেই আমার ঘর ভাঙ্গতে দেকচি।

কুটীলা। (মুখ ভঙ্গী করিয়া) এই তো, এই জন্যে আমি তোমায় বলিনে, আবাগী যে তোমায় কি গুণে বশীভূত কোরেচে, তা কিছু বোল্‌তে পারিনে। তুমি কোথায় শাসন কোর্‌বে, না আরো শিকেয় তুলে দেও কেবল তোমার দোষেই বউ খারাপ হোয়েছে, আমাদের কথায় কাজ কি, যার মানুষ সেই বুজুক গে পুরুষ মানুষ যে এত মাগের বশীভূত, তাতো কোথা দেখিনি, তুমি যদি মাগের কথায় চোল্‌বে, তবে পোঁদে কাছা দেও কেন ?

আয়ান। তার দোষ দেবো কি, তুই তো কম নোস্, তোর সামান্য দোষ পেলে অমনি তিলকে তাল কোরে নাগাস আমি তাই তো তোর কথায় বিশ্বাস করিনে।

কুটীলা। তা বই কি, কোথায় তোমায় বোল্‌তে এলুম, শেষে আমায় নিয়ে টানাটানি, ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো, আমি যেন চোর দায়ে ধরা পোড়েচি, এ পো

সংসারে একটী কথা কহা তো বড় দায় দেকচ্চি, তা বোলেই বা কেমন কোরে চুপ মেরে থাকি, যখন ঘরের মধ্যে এই সব কাণ্ড হোতে লাগ্‌লো, তখন চুপ কোরে থাকাতো ভাল নয়, ক্রমে বুক বেড়ে যাবে যে।

ান। (সক্রোধে) যা মেলা বকিস্‌নে, পোড়ামুখির একটুকু লজ্জা নাই, যা মুখে আসে তাই বলিস্ যে, কিছু আট্‌কায় না, ভাই বোলেতো একটু সমিয় করিস্‌নে।

লা। লজ্জা আবার কিসের? তুমি কি ছাই লজ্জা রেখেচো, তা হলে ভাবনা কি, ঘরের বউ কি এমন হয়। যে ঘরে পুরুষের আঁট আছে, সে ঘরের মেয়ে ছেলে কি এমন হোতে পারে? তা তোমার যে আঁট, তাতেই আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে।

য়ান। কেন কিসের আঁট নেই, তুই বোল্লেই কি হবে; আর কেউ তো বলে না।

লা। কি আঁট আছে, যখন কুলের বউ হোয়ে, পরপুরুষ নিয়ে বনে বনে মজা কোচ্চে, তখন আর বাকি কি। যদি ঘর থেকে দুহাত তফাতে যায়, তা হোলে তবু প্রাণে সয়, গেরোস্থ ঘরে কি এ সব সাজে।

য়ান। আবাগি! সে তফাতে যাবে কেন, তুই কেন দূর হনা, তুই কি আমার কুলের প্রদীপ, সে কি কেউ নয়?

লা। তা বই কি, বালাই সে তফাতে যাবে কেন, বুকে বোসে মজা কোরবে, তা না হোলে কি কুলের বউ। তুমি তো পুরুষ নও, পুরুষ কখন কি এত সহ্য কোত্তে

পারে, অন্য পুরুষ হোলে এত দিনে কেটে দুখান কোরে যমুনার জলে ভাসিয়ে দিতো, পুনর্ব্বার কি তার মুখ দেক্‌তো, না নিয়ে আবার ঘর কোত্তো, তুমি বোলে তাই সেই কলঙ্কিণী বউর মুখ দেখো।

আয়ান। সহ্য কোর্‌বো কি? লোকের কথায় কি মত্ত হবো কাগে কাণ নিয়ে গেছে শুনে, কাগের পাছে পাছে দৌড়্‌বো, না আপ্‌নার কাণে হাত দিয়ে দেক্‌বো আমি চোকে না দেখ্‌লে, তোর কথায় বিশ্বাস করিনে যদি চক্ষে দেখাতে পারিস্‌ তবে বিশ্বাস করি।

কুটীলা। তব বল আমার নাগানো কথা, দুনিয়া সুদ্ধ রাষ্ট হোয়েচে, কার মুখে চাপা দেবো, কেবল তুমি বিশ্বাস কর না, এ কথা সকলেই কানায়ুসো কোচ্চে, কেবল আমাদের মা ঝিয়ের ভয়ে প্রকাশ হোতে পাচ্চে না ভাল! তুমি চোকে দেক্‌লে যদি বিশ্বাস কর, তাই দেখাবো, তার আবার ভাবনা।

আয়ান। হাঁ তাই যদি দেখাতে পারিস্‌, তবে তার উপযুক্ত শাস্তি দেবো।

কুটীলা। (স্বগত) পোড়ামুখী যে গুণে তোমায় বশীভূত কোরেচে, তা তুমি চোকে দেক্‌লেও বিশ্বাস যাবে না (প্রকাশ্যে) আমি এই কতক্ষণ নিকুঞ্জবনে বউকে কালার সঙ্গে বেড়াতে দেখে এসেচি, চল এখনি দেকাচ্চি তার আর কি?

য়ান। হাঁ যদি তুই দেখাতে পারিস্ তবে এখনি সেই কুলকলঙ্কিণী রাধাকে এই শানিত খড়্গাঘাতে দুখণ্ড কোর্‌বো, নতুবা আমার হাতে তোর নিস্তার নাই!

চলহ কুটিলে তুই, নিকুঞ্জ কাননে।
দেখিব কেমন কালা, ফেরে রাধা সনে॥
আমার হাতেতে আজি, নাহিক মোচন।
এই তরবারে দোঁহে, করিব নিধন॥
নতুবা পাঠাবো তোরে, শমন সদনে।
বুঝি নিজ মনে চল, সেই নিধুবনে॥

লা। তার আবার ভাবনা? যদি মিথ্যা হয়, তবে আমার যা কর্‌বার তাই কোরো, আর যদি সত্যি হয়, তবে কি হবে, তা হলেতো আমার কিছু কোর্‌বে না?

য়ান। কেন আমি তো পূর্ব্বেই বোলেচি, যদি সত্য হয়, তবে সেই লম্পট কালা আর দুশ্চারিণী রাধিকার এই খড়্গাঘাতে শিরচ্ছেদন কোর্‌বো, আজ আমার হাতে তাদের কোন ক্রমে নিস্তার নাই, তুই যে বল্লি, আমি পুরুষ নই, কাছা দিইনে, দিই কি না দি, তা আজকে দেখ্‌তে পাবি এখন, আর যদি মিথ্যা হয়, তবে নিশ্চয়ই তোর প্রাণ যাবে।

টীলা। আমি তেমন মেয়ে নই, যে পেচোবো, আমি এখনি হাতে নোতে ধরে দেবো, আর রাধিকা যে সেই লম্পট-কালার সঙ্গে মজেচে তা গোকুল সুদ্ধ সকলে জেনেছে, এখন চল, দেখিয়ে তোমার সন্দেহ দূর করি।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

তারে কলঙ্কী সকলে কয়।
লোকেতে প্রকাশ হলো, আর কি গোপনে রয়।
কুলশীল পরিহরি, সদা ফেরে লোয়ে হরি,
দেখে শুনে লাজে মরি, কেমনে এ প্রাণে সয়॥
এ কেমন কুলবতী, ত্যাগ করি নিজ পতি,
পরপতি সনে রতী, না জানি কি সুখোদয়॥

(উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—(০)—

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

নিকুঞ্জ কানন।

(শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট)

রা। (সকাতরে) রাধানাথ দেক্‌চো কি, সর্ব্বনাশ উপস্থিত, ঐ দেখ দুরন্ত আয়ান কুটীলের সঙ্গে খড়্গ হস্তে রাগে উন্মত্ত হোয়ে বেগে এদিকে আস্‌চে। মধুসূদন! রক্ষা কর, নতুবা উভয়ের প্রাণ যায়। নাথ! পোড়া ননদের জ্বালায় পুড়ে মলেম, এক দণ্ড স্থির হবার যো নেই, বাড়ী থেকে বেরুলেই অমনি টেপা-টিপি করে। দেখ, এখানে আস্‌তে তর নেই, অমনি ভাই সোহাগী ভাইকে এক খানিকে সাত খানি কোরে লাগিয়ে সঙ্গে নিয়ে এদিকে আস্‌চে। প্রাণবল্লভ! আর নিস্তার নাই, শীঘ্র এর একটা উপায় কর, নিশ্চিন্তের কর্ম্ম নয়, দেখে আমার গায়ের রক্ত জল হোয়ে গেচে, ভয়ে গা ঝিম২ কোচ্চে। দীনবন্ধু! কি হবে, কিছু তো উপায় দেক্‌চি নি, বুঝি আজ উভয়ের প্রাণ গেল। পোড়াকপালির অদৃষ্টে কি শেষে এই ছিল, তা

স্বপ্নেও জান্‌তেম না। প্রাণেশ্বর! না হয় তুমি বেলা পালিয়ে আপনার প্রাণ বাঁচাও, আমার অদৃ যা হবার তাই হবে, তাতে আমি কিছু মাত্র দুঃখি নই, কেননা তোমার প্রাণটা বাঁচ্‌লে, আমার ম অনেক দাসী পাবে। তুমি কি সামান্য নারীর জ প্রাণ খোয়াবে।

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

সখী কি হবে উপায়।
আসিছে আয়ান ভীম মূর্ত্তি ধরি,
নাথ আজি প্রাণ রাখা দায়॥
ননদী পাপিনী সাপিনী সমান,
পদে পদে ফেরে বধিতে পরাণ,
কলঙ্ক রটায়ে করে অপমান,
বল এ দুঃখ কহিব কায়॥
আকুল হইয়া তব পায়ে ধরি,
এ বিপদে ওহে রক্ষা কর হরি,
অবলা সরলা আতঙ্কেতে মরি,
থর থর থর কাঁপিছে কায়।
তোমারে ভজিয়ে গেল হে জীবন,
কেবা আর বল করিবে ভজন,
নামেতে হইল কলঙ্ক রটন,
ধিক তব প্রেমে রসরায়॥

কৃ। শ্রীমতি! ভাবনা কি? স্থির হও, আমি এখন মায়া বিস্তার কোরে, সেই দুরন্ত আয়ানের চক্ষে ধূলি দেবো, আর অতি শীঘ্রই কুটীলের দর্প চূর্ণ কোরে তোমাকে ব্রজমাঝে সাধ্বীসতী রূপে প্রকাশ কোরবো।

রা। নাথ! বিলম্বের কায নয়, যা কোরতে হয়, তা শীঘ্র কর, নতুবা প্রাণ রাখা দায়, এখনি দুজনারই প্রাণ নষ্ট কোরবে।

কৃ। প্রিয়ে! তুমি কি পাগল হোয়েছ, অবলা সরলা হলেই কি কোন জ্ঞান থাকে না। তুমি কি জাননা, কি সাধ্য তার, যে তোমার কোমল অঙ্গে হস্ত প্রদান করে?

রাকা। দীননাথ! তুমি যে নিজে মায়াময়, মায়াতে কি না কোরেচো, যখন গোবর্দ্ধন ধারণ কোরে সকলকে রক্ষা কোরেছিলে, তখন তোমার অসাধ্য কায আর কি আছে? নাথ! আমি অবলা সরলা, সুতরাং ভয় হবার কারণই আছে, যাহক্ আজ এ বিপদ সাগর হতে উদ্ধার কোরে কীর্ত্তি রাখো, নতুবা তোমার নামে কলঙ্ক হবে।

কৃষ্ণ। প্রেয়সি! ভয় কি? দেখ, যাকে চিন্তা কোরলে জগতের সকল চিন্তা দুর হয়, তার কাছে থেকে তোমার ভয়।

রাধিকা। প্রাণবল্লভ! ওই দেখ দুরন্ত আয়ান গভীর গর্জ্জন কোরে প্রায় উপস্থিত হলো, কি সর্ব্বনাশ! কোথায় যাবো, আর রক্ষা নেই।

কৃষ্ণ। প্রাণেশ্বরী! হতাশ হোওনা, এখনি মায়া বিস্তার

হবে, তখন আমার কথা স্মরণ কোর্‌বে, যে সে কুটীলে আবাগী যা বোলেছেলো তাই ঘট্‌লো।

আয়ান। যা আর তোর কথায় কায নেই, তুই সব কোত্তে পারিস্। যখন তুই নিরপরাধিনী রাধা সতীর কলঙ্ক রটাস্ তখন তোকে বিশ্বাস কি?

কুটীলা। (ভ্রুকুটী করিয়া) সাধে কি বলি, বউ তোমাকে গুণ কোরেছে, একেবারে তোমার দফা রফা কোরে ফেলেচে, তোমাতে কি তুমি আছ, গুণেং ভেড়া হোয়েছ। নইলে কি চোকে দেখেও বিশ্বাস কোত্তে চাও না।

আয়ান। চোক্ খাকি, চোকে দেখালি কোথায়? আমার উচিত, যে এখনি তোর প্রাণ নষ্ট করা। কাযে যত না হোক্ মুখেই সাপুট খুব মার্‌তে পারিস্।

কুটীলা। মুখে আর সাপোট্ মাল্লেম কোথা? তোমার চোকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেও তো বিশ্বাস হবে না, যে জেগে ঘুময়, তাকে কে জাগাতে পারে? তাই হোয়েচে তোমার, কাণা মনেং জানা, তুমি না আস্কারা দিলে এমন হোতে পারে, তুমি না জান্‌লে কি তার এত বড় বুকের পাটা হয়, তা তোমায় আর কি বোল্‌বো, বড় ভাই বোলেই থেমে থাক্‌লেম, নতুবা উচিত মত শুনিয়ে দিতুম।

আয়ান। (সক্রোধে) রে দুশ্চরিত্রা দুষ্টা! এই দণ্ডে আমার সম্মুখ থেকে দূর হ, আমি আর তোর মুখ দেখ্‌তে চাই না, ফের কথা কইবিতো, এই শানিত অস্ত্রাঘাতে

তোর শিরঃচ্ছেদন কোর্‌বো। মিথ্যা কথা লাগিয়ে আমার ঘর ভাঙ্গতে বোসেচিস্। রাধা কলঙ্কিনী, না তুই আমার কুলের কাঁটা, তোর একটু লজ্জা নেই।

লা। (স্বগত) আজ বড় ঠক্‌লেম, এমন হবে তা কে জানে, তা হোলে কি ঝকমারি কোরে এখানে আসি। দাদা একে তো বিষম রাগী, তা কি কোত্তে কি কোরে ফেল্‌বে, এইবেলা পালাই।

(সজল নয়নে কুটীলার প্রস্থান)

য়ান। (স্বগত) লোকে যে রাধিকাকে অসতী বলে, এখন সে সব মিথ্যা বোধ হচ্চে, কেননা অসতী স্ত্রীর সাধ্য কি মহামায়ার সম্মুখে বোসে পূজা করে? কুলটার মনে কখন কি এ রূপ অচল ভক্তির উদয় দেখা গিয়া থাকে? কখনই নহে। যদি রাধিকার মত দৃঢ় ভক্তি না থাক্‌তো, তা হলে কি গোপনে একাকিনী বীজন বিপীনে এসে আদ্যাশক্তি সনাতনীর উপাসনা কোত্তো। যে যা বলুক, আমার তো বিশ্বাস হয় না। মাগিরে যে ময়না, তাদের অসাধ্য কি আছে, তারা অনায়াসে হয়কে নয়, নয়কে হয় করে। যাহক্, কুটীলার কথায় বনে এসে মহামায়ার চরণ দর্শন পেলুম, এই আমার পরম সৌভাগ্য বল্‌তে হবে।

অঞ্জলি বদ্ধ ও জানুপাতিত করিয়া
আয়ানের স্তব।

অনাদ্যা অনন্তরূপা, আদ্যা সনাতনী।
ভব ভয় হারা তারা, জগত জননী॥
কে জানে মহিমা তব, তুমি বিশ্বাধার।
বিধি ভব পরাভব, আমি কোন ছার॥
দেহ গো মা পদছায়া, এই দীন হীনে।
কেমনে তরিব বল, তব কৃপা বিনে॥
সংসার অসার মোহে, বুদ্ধি হোয়ে হারা।
ভ্রমি অনুক্ষণ মা গো, হইলাম সারা॥
কৃপা গুণে পদছায়া, দেহ ভব দারা।
হোওনা নিদয় মোরে, দয়াময়ী তারা॥

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল আড়াঠেকা।

তার তারিণী, বিশ্ব বিমোহিণী,
সৃজন পালন কারিণী।
তুমি গো মা ভবদারা, ভব ভয় হারা তারা,
পরাৎপরা সারাৎসারা, বিশ্বরূপা সনাতনী,
কে জানে মহিমা তব, বিধি ভব পরাভব,
সৃষ্টি স্থিতি তুমি সব, সুখ মোক্ষ প্রদায়িণী॥

(সকলের প্রস্থান
যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম প্রস্তাব।

নন্দ ঘোষের বাটী।

(যশোদা চৈতন্যশূন্য শ্রীকৃষ্ণকে অঙ্কে ধারণ করিয়া উপবিষ্টা)

শোদা। (সরোদনে) ওমা একি হলো ! অকস্মাৎ আমার দুধের ছেলে এমন হলো কেন ? এই যে বিধুমুখে আদ২ কত কথা কচ্ছিলো, এর মধ্যে এমন কি কাল রোগ উপস্থিত হোয়ে একেবারে অচেতন কোল্লে। (কপালে করাঘাত করিয়া) হা বিধি ! তোর মনে এই ছিলো, আমার পোড়া কপালে কি এককালে সুখের লেশ মাত্র লিখিস্ নি, নটা নয় ছটা নয়, একটা ছেলে, তার ও নিত্তি অসুখ। ওমা কি করি, দেখ্তে২ যে বাছার মুখখানি শুখিয়ে গেল, চোক্ কপালে উট্‌লো, একেবারে নেতাপাতা হোয়ে পড়্‌লো। (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া) কি সর্ব্বনাশ ! এই যে সর্ব্বাঙ্গ হীম, দেখে শুনে যে হাত পা আমার পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যাচ্চে। বাছা ! আমার দশা কি কল্লি, তোর মুখ দেখে, যে, আমার বুক ফেটে যাচ্চে। যাদুমণি ! উঠ২ মায়ের দশা দেখে, কি তোর শরীরে মায়া হয় না। বাছা !

আমি যে তোমা বিনে কাউকে জানিনে, তোর মুখ চেয়ে এ ছার প্রাণ ধরেছিলেম্। এমন চাতুরী কোথা শি- খ্‌লি, যে, দিনে ডাকাতি কোন্তে বোসেচিস্। তুই ক্ষণকাল আমায় ছেড়ে থাকিস্‌নে, এখন আমায় ছেড়ে কোথা যাস্? ওমা! এমন মিনি মেঘে বজ্রাঘাত হবে, তাতো স্বপ্নেও জানিনে। কানাই! একবার বিধু মুখে মা বলে ডেকে, আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর্। ওগো! আমার কি হলো, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখ্‌চি যে। প্রাণধন! এ হতভাগিনী তোকে কত মেরেচে কত তিরস্কার কোরেচে, তুই তাই মনে কোরে কি সোদ দিলি, মায়ের প্রাণে এত যাতনা দেওয়া তোর উচিত নয়। বাছা! তুমি যে আমার প্রাণধন, এক মাত্র ব্রজের জীবন, ব্রজবাসিরা তোমার এ দশা দেখে কেমন কোরে বেঁচে থাক্‌বে, শোকে হাহাকার কোরে প্রাণ ত্যাগ কোর্‌বে। ওমা আমি কোথায় যাবো নিলমণী তোর মা হোয়ে আমার এ দুর্দ্দশা হলো। (উচ্চৈস্বরে রোদন)

রোহিনির প্রবেশ।

দিদি• দেক্‌চো কি, আমার সর্ব্বনাশ হোতে বো- সেচে; আমার গোপাল বুঝি আমায় ছেড়ে পালায়। (উচ্চৈস্বরে রোদন)

রোহিনী।, দিদি! বল কি, অকস্মাৎ একি হলো, এমন তো কখন দেখিনি, আমাদের পোড়া কপালে কি বিধি এই লিখেছিলো। (রোদন)

নন্দ, উপনন্দ, শ্রীদাম, সুবল ও বলরামের

প্রবেশ।

নন্দ। (সজল নয়নে) ভাই উপনন্দ ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখ্‌চি, উপায় কি করি, বাছার মলীন মুখ দেখে আমার প্রাণ অস্থির হচ্চে, কোথা যাবো, কি কোর্‌বো কিসে ভাল হবে, দেখে শুনে আমার বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়ে গেচে, তোমরা এর উপায় দেখ।

উপনন্দ। দাদা ! একবারে হতাশ হোওনা, অস্থিরের সময় নয়, বৈদ্য এনে চিকিৎসা করা যাক্, ভয় কি ? আরোগ্য হবে, কান্নাকাটির কি সময়।

বলরাম। (শ্রীকৃষ্ণের সন্নিকটে গমন করিয়া সরোদনে) ভাই কানাই ! তুমি এমন হোলে কেন ? আমরা তোমা ছাড়া হোয়ে কেমন্ কোরে থাক্‌বো। ভাই ! তুঁহু মাতা পিতা, আর আমাদের যাতনা দিওনা, আমরা তিলার্দ্ধ তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিনি, এখন কেমন্ কোরে জীবিত থাক্‌বো, তোমার মলীনমুখ দেখে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ প্রায় হলো। (রোদন)

শ্রীদাম। ভাই ! আমরা তোমার সঙ্গে বনে২ কত আমোদে বেড়াতেম্, আজ কেমন কোরে তোমা ছাড়া হোয়ে গোষ্ঠে যাবো। যদি আমরা কোন অপরাধ কোরে থাকি, তবে ভাই ক্ষমা কর, উঠে বসে কথা কও, আর যে যাতনা সহ্য হয় না।

সুবল। রাখাল রাজা ! তোমার দশা দেখে আমার বুক ফেটে

যাচ্চে। ভাই! তোমা বিনে সব অন্ধকার দেখ্‌চি, বল, কে আর আমাদের বিপদে রক্ষা কোর্‌বে, কাকে বনফুল তুলে সাজিয়ে আমোদ কোর্‌বো। সখা! তুমিই তো দুরন্ত কালীয়কে দমন কোরে আমাদের প্রাণ রক্ষা কোরেছিলে। ভাই কানাই! তুমিই আমাদের এক মাত্র বুদ্ধি বল, তোমা হারা হোয়ে আমরা কখন জীবন রাখ্‌বো না।

শ্রীদাম। ভাই! কানাইয়ের যেরূপ ভাব দেখ্‌চি, তাতে রোদন কর্‌বার্‌ সময় নয়, চল এর বিহিত চেষ্টা করি, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই, চেষ্টা কোরে দেখা যাক্‌, যদি নিতান্ত পরিত্যাগ কোরে যান্‌, তবে আমরাও এ প্রাণ পরিত্যাগ কোর্‌বো।

(নন্দ, উপনন্দ, শ্রীদাম, সুবল ও বলরামের প্রস্থান)

যটীলা কুটীলা, চন্দ্রাবলী ও রাধিকার

প্রবেশ।

যটীলা। হে গা বাছা যশোদা, তোমার গোপালের না কি হোয়েছে? শুনে দৌড়োদৌড়ি আস্‌চি।

যশোদা। (শশব্যস্তে) এস্‌, বাছা এসো২, কে জানে বাছা, অকস্মাৎ ছেলে মুর্চ্ছাগত হোয়ে পোড়েচে, মুখখানি শুকিয়ে গেচে, গা হাত হীম। বাছা! গোকুলের মধ্যে তুমিই এক জন গিন্নিবান্নি, সব বোঝ সোঝ, একবার এদিকে এসে দেক দেকি।

লা। (শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) এই যে কর্ম্ম গুচিয়েছে, এত দিন পরে আমার মনস্কামনা সিদ্ধি হলো। (প্রকাশে) তাইতো বাছার হলো কি? আহা বাছার মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে, গা হাত সব হীম, বোধ হয় উপরদেবতার নজর হোয়েচে, তা সোরে নিয়ে আয় দেকি ঝেড়ে দি। (গাত্রে হস্ত দিয়া ঝাড়ন) কই! আমার ঝাড়াতে যখন চোক্ মেলে দেখ্লে না, তখন এর ভাল গতি নয়, তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো না, শিগ্গির এর একটা বিহিত কর।

লা। (স্বগত) চেয়ে দেখ্বে, একেবারে যমের বাড়ী গিয়ে দেখ্বে। (প্রকাশে) তাই তো, অকস্মাৎ এমন হলো কেন, নিশ্চয়ই উপদেবতার নজর হোয়েচে, তা না হোলে কি ছেলে একেবারে এমন হোয়ে পড়ে। আর চোরা শন্নিপাত হোলেও হোতে পারে। ছেলে পিলের যে কত জ্বালা, আমার হয় নি, আমি এক দায়ে বেঁচেছি।

াবলী। (স্বগত) অভাগ্গির দশা, তোর আবার ছেলে হবে, জম্ম২ আঁটকুড়ী হোয়ে থাক্। (প্রকাশে) তা বই কি ভাই, ছেলেপিলের অনেক লেটা, হোলে নানান জ্বালা, না হোলে এক জ্বালা। আর তাও বলি, ছেলে না থাক্লে ঘরকন্না মানায় না, যেন খাখা করে।

ধিকা। (সজল নয়নে স্বগত) নাথ! এ অভাগিনী চির-দাসির দশা কি কোল্লে? দেখ, আমি কুলবালা হোয়ে

তোমার নিমিত্ত কত না কষ্ট কোরেচি, সকলে আমাকে কলঙ্কিণী রাধে বোলেছে, তাও সহ্য হোয়েছে, কিন্তু তোমার এ দশা দেখে আমার প্রাণ বিদীর্ণ হোচ্চে। প্রাণবল্লভ! তুমি যে আমাকে আপন প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান কোত্তে, এখন সে ভালবাসা পরিত্যাগ কোরে কোথা গেলে। তুমি যে সর্ব্বদা বোল্‌তে, রাধা আমার জীবনের আধার, আমি এক দণ্ড রাধা ছাড়া নই, তোমার সে সব কথা কি মিথ্যা, কেবল কি আমাকে প্রতারণা কোত্তে। রে ছার প্রাণ! প্রাণনাথ যদি তোমাকে নিতান্ত পরিত্যাগ কোরে গেলেন, তবে তুমি কি আশায় এখনো আছ, শীঘ্র প্রাণকান্তের অনুগামী হও। রে পোড়া বিধাতা! যিনি ব্রজের জীবন, ব্রজগোপীর সর্ব্বস্ব, তাকে অপহরণ কোরে তোর কি লাভ হলো। কার দোষ দেবো, সকলিই আমার পোড়া অদৃষ্টের দোষ।

রাগিণী ললীত। তাল যত।

কি লাগিয়ে প্রাণ তুমি, আছ অকারণ রে।
যথা প্রাণনাথ তথা, কররে গমন রে॥
দেখরে মেলি নয়ন, তোমার জীবন ধন,
ধরাতলে অচেতন, শুকায়ে বদন রে।
কি কায এখন তোর, হও ওরে অগ্রসর,
যথা গেছে প্রাণেশ্বর, ত্যজিয়ে জীবন রে।
ওলো সখি মরি মরি, বল কি উপায় করি,
পাপ প্রাণ পরিহরি, বিনে সেই জন রে॥

নন্দ ও উপনন্দের বৈদ্য লইয়া প্রবেশ।

ন। বৈদ্যরাজ! এই দেখ, আমার সর্ব্বস্ব ধন অচেতন হোয়ে ধরাতলে পোড়ে আছে, বাছার চাঁদমুখ খানি শুকিয়ে গেছে, এমন তো রোগ দেখিনি, দেখ্‌তেং একেবারে প্রমাদ হোয়ে উঠ্‌লো।

যশোদা। বাছা! যদি তুমি আমার গোপাল্‌কে প্রাণ দিতে পার, তা হোলে তোমার এককালে কেনা হবো (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেখিয়া) আহা! বাছার মুখ পানে চাইলে প্রাণ ফেটে যায়। (রোদন)

বৈদ্য। মা! কেঁদে কেন অমঙ্গল কর, যাতে তোমার সন্তানের প্রাণ রক্ষা হয়, তার বিশেষ চেষ্টা দেখ্‌চি, তবে এখন তোমার কপাল আর আমার হাত যশ। (শ্রীকৃষ্ণের হস্ত স্পর্শ করিয়া) উঃ রোগটী সামান্য নয়, রক্ষা পাওয়া ভার।

যশোদা। বাছা! যখন তুমি আমাকে মা বোলে ডেকেচো, আর আমার গোপালের মত তোমার অভেদ আকার দেখ্‌চি, তখন তুমি আমার সন্তান। এখন গোপালের প্রাণ দিয়ে মার জীবন বাঁচাও, এতে অনেক পুন্নি হবে।

বৈদ্য। মা! কেঁদোনাং, স্থির হও, আমার যত দূর সাধ্য দেক্‌চি, যাতে রক্ষা পায়, তার উপায় কচ্চি। (ভূমে খড়ি পাতিয়া গণনা) এর বড় সহজ ঔষুদ নয়, যা উপায় আছে, তা বড় দুঃসাধ্য।

যশোদা। বাছা! তার জন্যে ভাবনা কি? যত অসাধ্য কায

হোক্‌না কেন, আমার বাছা যদি রক্ষা পায়, তাও ক…
স্বীকার আছি।

উপনন্দ। বৈদ্যরাজ! এমন কি দুঃসাধ্য কায, যা আমরা সা…
কোত্তে পার্‌বো না।

বৈদ্য। বলি সে বড় সহজ নয়, উপায় এই, যে যদি কে…
সাধ্বীসতী কামিনী সহস্র ছিদ্র কুম্ভে বারি এনে, রোগী…
মস্তকে দেয়, তা হলে আরোগ্য হোতে পারে।

যশোদা। বাছা! এই বইতো নয়, তার আবার ভাবনা
বাপু! ব্রজপুরে সহস্র২ সতী নারী আছে, এরা এখ…
জল এনে দিয়ে আমার প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণের জীবন রক্ষ…
কোর্‌বে।

নন্দ। তবে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। (কামিনিগণে…
প্রতি) বাছা সকল! তোমরা কেউ ছিদ্র কুম্ভে জল এনে
আমার গোপালের প্রাণ বাঁচাও।

যশোদা। আমি ভাল জানি, ব্রজ মাঝে যটীলে এক জন প্রধা…
সতী, এ কায তার্‌ই। (যটীলার প্রতি) বাছা
তুমি না হলে, এ কর্ম্ম কে পারে, ছিদ্র কুম্ভে জল এনে
আপ্‌নার সতীত্ব প্রকাশ কর, আর আমাদের প্রাণ রক্ষ…
করো।

যটীলা। বাছা যশোমতি! এ বুড়ো মিন্‌সের আকাশ ফোড়…
কথা শুনে হাসি পায়। ছিদ্র কুম্ভে কখন জল আন…
যায়।

বৈদ্য। কেন্‌, জগতে সতী নারীর অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে?

চন্দ্রাবলী। কেন গো, এই যে বল আমার মত সতী সাবিত্রী

ব্রজমাঝে কেউ নেই, তা এখন যাওনা, পেচোও কেন? মুখে বোল্লেতো হয় না, কাযে কোল্লেই ভাল।

জটীলা। চুপ কোরে থাক্ তোর ছোট মুখে বড় কথা গায়ে সয় না। তোদের মতন তো কেউ ঢলানি নয়, তুই আবার কথা কোস্, তোর লজ্জা হয় না। এই দেখ্ জল এনে তোদের মুখে কালী চুন দি।

চন্দ্রাবলী। তাই যাওনা দেখা যাক্, দেখো যেন সতীপনা বেরিয়ে পড়ে না।

রাধিকা। (জনান্তিকে) ভাই চন্দ্রাবলী! স্থির হও, এ বিবাদ বিসম্বাদের সময় নয়, যাহোক্ আমাদের জীবন সর্ব্বস্ব শ্যামধন রক্ষা পেলেই ভাল, এ সময়ে দুটো কথা সহ্য কোত্তে হয়।

যশোদা। বাছা! তুমি রাগ কোরোনা, ওরা কি তোমার সমতুলী মানুষ, যে ওদের কথায় রাগ কোচ্চো, তোমার ওদের সঙ্গে বকা, কেবল দুর্ব্বোবনে মুক্ত ছড়ানো, মা তুমি আমার নিলমণির জীবন রক্ষার চেষ্টা কর।

রঙ্গিণী। তা বই কি, সে কি কথা, তোমার আবার ভয়, তোমার সমান সতীসাধ্বী এ গোকুলে কে আছে?

চন্দ্রাবলী। তা দেখা যাবে, লোক না ঢলালে বাঁচি।

জটীলা। কেন্ লা ছুঁড়ী, তোরা জন্মং লোক ঢলা, তোরা যেমেন তেমনি সকলকে পেয়েচিস্ নাকি।

কুটীলা। (স্বগত) আ মর মাগী, বুড়ো হোলে বুদ্ধি সুদ্ধি সব লোপ পায়, কোথা কালা মরেছে না আপদ ঘুচে গেচে, বউকে নিয়ে সুখে ঘরকন্না কোর্বো, না মাগী-

সতীপনা জাহির কোরে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা কোচ্চে এ বুড়ো মাগির আক্কেল দেখ্। (প্রকাশে) আ মর বুড়ো বয়সে তোর কীর্ত্তি দেখে হাসি পায়।

যশোদা। কেন লো কুটীলে! তুই শুভকর্ম্মে বাধা দিস্ (যটীলের প্রতি) তুমি জল এনে, আমার কানাইয়ের জীবন দান কর আর বিলম্ব কোরো না।

যটীলা। বাছা কুটীলে! তুই ছেলে মানুষ, বুঝিস্‌নে সুঝিস্‌নে, তাই রাগ কচ্চিস্ ঘর কোন্নে গেলে নক্ কোন্তে হয়। এতে যশ বই অপযশ নেই।

যটীলার জল আনয়নার্থে গমন ও শূন্য কুম্ভ কক্ষে করিয়া প্রবেশ।

(স্বগত) কি লজ্জা! যেমন সদাই আমি সতীত্ব কোরে অহঙ্কারে ফেটে মর্‌তেম্, তা তেমনি আজ্ দর্প চূর্ণ হলো, কোন্‌মুখে মুখ দেখাবো। (চিন্তা করিয়া) কই কখন তো কিছু পাপ করিনে, তবে বলা যায় না যদি ছেলে বেলায় অজ্ঞানে কিছু কোরে থাকি। যা হক এ লজ্জা আর রাখ্‌বার জেয়গা নেই, অতি বাড়্‌লেই পোড়ে মন্তে হয়, আমার তাই হলো। (কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া) ভয় কি? যখন আমি পাল্লেম না, তখন কে আনে দেখা যাবে, যে যেমন সতী, তা তো আমার অগোচর নেই, মনে২ বেস জানি কেউ আন্‌তে পার্‌বে না, তখন আমার কিসের লজ্জা

(প্রকাশে) মিন্‌সের যেমন কথা, কি না ছিদ্রকুম্ভে জল আনা, যা হবার নয়। এই নেও তোমাদের কল্‌সী, দেখি এখন্ কোন সতী আনে।

যশোদা। ওমা তাই তো, আমি তো জান্‌তেম্ যে যটীলে বড় সাধ্বী সতী, এখন উপায় কি, কে জল এনে আমার বাছার প্রাণ বাঁচাবে। বাপু বৈদ্য! কি হবে, বুঝি আমার গোপালের প্রাণ রক্ষা হোলো না।

কুটীলা। কেমন হোয়েচে, যদি না পার্‌বি, তবে এমন্ গেলি কেন, কেবল লোক ঢলানো বইতো নয়।

চন্দ্রাবলী। না হয়, তুমি এক্‌বার দেখ না, আপ্‌সোস্‌টা কেন থাকে।

কুটীলা। যাব না তো কি, তোদের মতন্‌তো অসতী নই, যে ভয় খাবো। তার আবার ভয়, আমি জল এনে দিচ্চি, আমি যে কর্ম্মে না হাত দেবো, তা হবার যো নেই।

যশোদা। কুটীলে! তুমি ছিদ্রকুম্ভে জল এনে আমাদের মুখ উজ্জ্বল কর, নইলে গোকুলে সতী নারী নেই বোলে বড় কলঙ্ক হবে, তাতে সকলেরই লজ্জা।

চন্দ্রাবলী। (জনান্তিকে) ভাই শ্রীমতি! এখন এ বেটীর দর্প-চূর্ণ হোলে আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধি হয়। যেমন সতী২ কোরে ফুলে মরে, তেমনি আজ সতীপনা বেরিয়ে যায়, তবে তো বুঝি।

রাধিকা। ভাই চন্দ্রাবলী! সে যা হক্, সে ভাবনা ভাবিনে; এখন কেমন কোরে শ্রীকৃষ্ণ জীবন পাবেন, তাই ভেবে

আমার প্রাণ বিকল হোচ্চে, যদি ভাল মন্দ হয়, ত
আমাদের দশা কি হবে ?

কুটীলা। এই দেখ্, সহস্র ছিদ্র কুম্ভে বারি এনে, তোদের দ
খর্ব্ব করি।

কুটীলার জল আনয়নার্থে গমন ও শূন্য কুম্ভ কক্ষে
লইয়া প্রবেশ।

(স্বগত) ওমা কি হলো, এই যে আমি বড়াই কোরে
জল আন্তে এলেম্, এখন্ কেমন্ কোরে খালি কল্
নিয়ে যাবো, সকলে কি বোল্বে, আমার পোড়ারমু
যে পুড়িয়ে দেবে। হা পোড়া বিধাতা! তোর মনে এ
ছিল, ছিছি কি লজ্জার কথা, পৃথিবীর ভেতর গেলে
এ লজ্জা যায় না। কেন মাথা খেয়ে এ কাযে হাত
দিয়েছিলেম্, যেমন্ অহঙ্কারে বেড়াতেম্, সে অহঙ্কার
চূর্ণ হলো, আর লোকের কাছে অপমান হলেম্। বি-
ধাতা যখন দর্প চূর্ণ করে, তখন বিধিমতে কোরে থাকে,
নইলে এই ব্রজমাঝে চিরকাল মানের কাটিয়ে, আজ
অপমান হোতে হলো, এমন হবে, তা স্বপ্নেও জান্তেম্
না। এই চোক্‌থাকি মা আবাগী আমাকে মজালে,
আমি তো আস্তে চাই নি, আমায় ফোঁস্ ফাঁস্ দিয়ে
নিয়ে এসে বিপদ ঘটালে।

চন্দ্রাবলী। (হাস্য করিয়া) মা যশোদা! এইবার তোমার
গোপাল জীবন পাবে, দেখ দেখি কুটীলের মত সতী

কে আছে, অনায়াসে ছিদ্রকুম্ভে বারি এনে কুল উজ্জ্বল কোল্লে, যাহক্ আপ্‌নাপ্‌নি এত বক্‌চে কেন, ডাইনে খেয়েচে না কি? মনের অগোচর পাপ নেই, যদি না পার্‌বি, তবে কেন চলাতে গেলি, অতি দর্প কোল্লেই দর্পহারী মধুসূদন দর্প চূর্ণ করেন, যেমন রাত দিন আমাদের পোঁদে লাগতো; এখন ভগবান ওর পোঁদে লেগে সতীপনা বেরকোরে দিলে। আমরা হলেতো লজ্জায় মুখ দেখাতে পারতেম্ না, অমনি যমুনার জলে ডুবে মর্‌তেম্। এত অপমান সহ্য অপেক্ষা মরণ ভাল।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

ধিক্ লো কুটীলে তোর, সতীপনা গেছে জানা।
কুল কলঙ্কিণী হোয়ে, ছিদ্রকুম্ভে বারি আনা॥
কি সাহস করি মনে, গেলি যমুনা জীবনে,
চলাইলি জগজ্জনে, হাসাইলি ব্রজাঙ্গনা।
বলিতে সবার কাছে, মম সম কেবা আছে,
সতী নারী ব্রজমাঝে, পতিব্রতা পতিপ্রাণা॥

(সকলের প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

নন্দ ঘোষের বাটী।

বৈদ্য ও গোপীগণ পরিবেষ্টিতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া উপবিষ্ট।

যশোদা। (স্বগত) কি হলো! কোথায় যাবো, পে বিধাতা যে এত বাদ সাধ্‌বে তা জানিনে। হা বিধাত আমার কপালে এই ছেলো, যে এ বুড়ো বয়েসে প শোক সহ্য কোত্তে হলো। কি বিড়ম্বনা! আমার কপ ক্রমে ব্রজমাঝে কি এক জনও সতী বেরোলো না, মুখেই বড়াই, আজ সব সতীপনা বেরিয়ে গেলো, হক্, না হয়, আমিই জল আনিগে। (প্রকাশে বাবা বৈদ্য! ছিদ্রকুম্ভে কেউ তো জল আন্‌তে পা না, কাকেই বা বলি, কেবা যাবে। (চিন্তা করিয়া বাছা! না হয় আমি আপনি আনি গে।

বৈদ্য। (স্বগত) কি করি, এইবার মহাবিপদ দেক্‌চি, দু কেই বিপদ, যাহক্ মাকে যেতে দেওয়া হবে ন (প্রকাশে) মা! তুমি গেলে কি হবে? তাতে কোন উপকার হবেনা, মা যে ওষুদ দেয়, ছেলে ভাতো খাটে না।

াদা। তবে কি হবে বাবা ? আমার ছেলে কি বাঁচ্বে না।

্য। মা ব্যাকুল হোও না, আমি তার উপায় কচ্চি। (ভূমে খড়ি পাতিয়া) মা ভয় কি, আমি গণনা কোরে জান্‌লেম্ যে শ্রীমতী রাধিকা নামে একটী ব্রজপুরে সতী নারী আছে, তিনি ভিন্ন কার সাধ্য যে ছিদ্রকুম্ভে বারি আনয়ন করে।

লা। ওমা সে কি গো, মিনসের রকম দেখ, দেখে২ কেমন সতী বেরকোল্লেন, যার গুণের কথা দেশ সুদ্ধ রাষ্ট।

না। তাইতো চোক্‌খেকোর কথা শুনে, পিত্তি সুদ্ধ জ্বলে ওঠে। আ আমার কপাল, ইনি আবার আরাম কোর্‌বেন, ভণ্ডবেটার সব ভণ্ডামি। আয় লো কুটীলে, আমরা ঘরে যাই।

শাদা। ওমা তোমরা রাগ কোরে যাও কেন মা, তোমরা তো দেখ্‌লে, এখন না হয় আমাদের রাধিকেও একবার দেখুক, তাতে হানি কি আছে ? যাতে হোক্ আমার ছেলে বাঁচলেই হয়।

ীলা। হাঁ, তুমিও যেমন, তেমনি বোদ্দি এনেচো, মিছে মিছি এত কাণ্ড করা, মরা ছেলে কখন কি বেঁচে থাকে, যে বাঁচ্‌বে।

না। মর্ মাগির আক্কেল দেখেচ, অলক্ষণিদের যত অলক্ষুণে কথা, তোদের কি ভাল কথা মুখে নেই, লোকের ভালো কি ভুলেও দেখ্‌তে পারিস্‌নে।

ীলা। ভাল চাস্ তো চুপ মেরে থাক্, তোর যদি এত বুকে

বেদে থাকে, তবে সতীপনা জাহির কোরে জল বাঁচা, লইলে বিষ নেই কুলোপানা চক্র দেখ্‌চি যে।

চন্দ্রাবলী। ওলো কার বিষ নেই কুলোপানা চক্র, তা গেল, আর মুখ নাড়িস্‌নে, বেহায়ার পোঁদে বেরুলে৽ বেহায়া বলে আমায় ছায়া হোয়েছে, তোর দেখ্‌চি।

যটীলা। ওলো তোরা আবার সতীপনা জানাচিস্‌, তোরা তো আমার ঘর মজিয়েচিস্‌, লইলে কি আমার বউ মন হোয়ে যায়।

চন্দ্রাবলী। (সহাস্য) বটেইতো, তোমার বউ কচিখু নাকি, তুলয় কোরে দুধ খায়, কিছুতো জানেনা, ত আমরা মজিয়েচি।

যশোদা। মা তোমরা কেন এমন্‌ কোচ্চ, যাতে হক্‌ আম ছেলে বাঁচ্‌লে, সব বুঝ্‌তে পারি।

চন্দ্রাবলী। মা তোমার ভয় কি? তোমার ছেলে বাঁচ্‌ব আবার ভাবন', এখনি শত্রুদের মুখে ছাই পোড় এখন।

যশোদা। মা শ্রীমতী! কেন মা আর বিলম্ব কোচ্চ, ছিদ্রকু জল এনে আমার কানাইয়ের প্রাণদান কর।

রাধিকা। বাছা! বল্‌বো কি, যখন ব্রজের প্রধান২ সতী আন্‌তে পাল্লে না, তখন আমি যে আন্‌বো, তা নিত অসম্ভব কথা।

যশোদা। বাছা! বৈদ্য যখন খড়ি পেতে গুণে বোলে

তখন তোমারি কর্ম্ম, আমি অনুমতি দিচ্চি তুমি জল এনে মুখ উজ্জ্বল কর।

রাধিকা। মা কি করি, যখন তুমি অনুমতি কোচ্চো, তখন না যাওয়া ভাল দেখায় না। (ছিদ্রকুম্ভ কক্ষে লইয়া স্বগত) দীননাথ! আমার কপালে কি শেষে এই বট্‌লো, এখন যে দুনিয়ার লোকটা হাস্‌বে, পোড়ারমুখ কেমন কোরে দেখাবো। লোকে যে কালাকলঙ্কিণী বোল্‌তো, তাও আমার পক্ষে ভাল ছিলো। দয়াময়! ঘরে বাইরে আমার যে শত্রু, তা তুমি তো সব জানো, যদি জল আন্‌তে না পারি, তা হোলে গঞ্জনার এক শেষ হবে। প্রাণেশ্বর! তোমায় কুল, মান প্রাণ সোঁপে শেষে কি এই লাভ হলো? তবে আর কে তোমায় ভজ্‌বে। আপনার নামে কলঙ্ক কোল্লে, আর আমাকেও মজালে। আমি যত সাধ্বীসতী, তা তোমার তো অগোচর নাই, তবে কেন এমন কোল্লে। কি লজ্জা! যদি জল আন্‌তে না পারি, তবে কোন্ মুখে শূন্য কুম্ভ কক্ষে নিয়ে গোপীসমাজে ফিরে আস্‌বো, তার চেয়ে মরণ ভালো, একেত আমার নামে সব জ্বোলে যায়, তা শুধু হাতে ফিরে এলে কত কথা বোল্‌বে, কত পরিহাস কোর্‌বে, যাকে বল্লে ছি, তার আর রইলো কি? এতো প্রাণে সহ্য হবে না। (চক্ষের জল মোচন করিয়া) বিপদভঞ্জন! এ দায়ে রক্ষা কর, এ দাসিকে পায়ে ঠেলো না, আমি তোমা বিনে কাকেও জানিনে,

যদি এ বিপদে রক্ষা না কর, তবে লোক সমাজে আর মুখ দেখাবোনা, যমুনার জলে ডুবে এ ছার প্রাণ পরিত্যাগ কোরবো। (চিন্তা করিয়া) যা হোক, যখন গুরু জনের অনুমতি, আর ছিদ্রকুম্ভ কক্ষে ধারণ করেছি, তখন তো ফিরবো না, যা হবার তাই হবে, যা হবার তাই হবে, ভেবে আর কি কোরবো, কপালে যা আছে তাতো খণ্ডাবার নয়।

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

সখা ঘটিল কি দায়।
গেলো কুলমান, আরো অপমান,
বুঝি লাজ ভয়ে প্রাণ যায়।
কুলের কামিনী তাহে পরাধিনী,
সবে বলে মোরে কালাকলঙ্কিনী,
তাহে গুণমণি, না ছিনু দুঃখিনী,
সদা প্রফুল্লিত হেরি তোমায়।
মিনতি করি হে ধরি হে চরণে,
এ বিপদে তার, এ অধিনী জনে,
নতুবা মরিব যমুনা জীবনে,
দেখাবো না মুখ আর কায়।
সতীপনা করি যদি হে মুরারী,
ছিদ্রকুম্ভে বারি আনিবারে পারি,
কলঙ্ক ঘুচিবে হবো সতী নারী,
তব যশ নাথ ঘোষিবে তায়॥

[শ্রীমতী রাধিকার বারি আনয়নার্থে গমন]

ললিতা। ভাই! যে অবধি শ্রীমতী রাধিকা জল আন্‌তে গিয়েছে, সে অবধি আমার প্রাণটা কেমন কোচ্ছে, না জানি আজ্ বিধাতা কি কপালে ঘটায়, ভগবান্ কি মুখ উজ্জ্বল কোর্‌বেন না।

বিশাখা। ভাই ললীতে! ভাবনা কিসের, তুমি কি জাননা, যে শ্রীমতী রাধিকা স্বয়ং লক্ষ্মী, তার অসাধ্য কি আছে?

চন্দ্রাবলী। ভাব্‌চো কি? এ সকল মায়াময়ের মায়া বইতো নয়, নইলে দেখ্‌তেং এত কাণ্ড হয়। ভয় কিসের, এখনি কুটীলে বেটীর নাক কাটা যাবে এখন।

জটীলে। ওলো বলিস্ কি, গাছে না উঠ্‌তে এক কাঁদি যে, এখন কার নাক কাটা যায় দেখ্। যে সতী জল আনতে গেছে, সেতো এখন আগে আন্‌বে।

[শ্রীমতী রাধিকার পূর্ণকুম্ভ কক্ষে প্রবেশ।]

রাধিকা। (হাস্যমুখে) মা যশোমতি! এই নেও জল এনেছি, এখন তোমার জীবন সর্ব্বস্ব গোপালকে বাঁচাও।

যশোদা। এস্ মা এস্২, তুমি আমাকে জন্মের মতন কিনে রাখ্‌লে।

(ক্রোড়ে ধারণ)

কুটীলা। ওমা সেকি গো, কি জোর অদ্দেষ্ট, রাধে আর সতী হোলো কবে, ওকে লোকে কালাকলঙ্কিণী বই বলে না।

ললীতা। লোকে বোল্লেতো হবে না, কে সতী তা আজ না লোকে সব দেখ্‌লে।

কুটীলা। তোরা বোল্‌বিনে কেন, তোরা তো সব এক গোয়ালের গরু, তোদের ক্ষুরে২ দণ্ডবত, সব কোত্তে পারো।

বৃন্দা। কেবল আমরা বোল্‌বো কেন? এতো লুকিয়ে কর্ম নয়, যে কেউ জান্‌বে না, ছুনিয়া সুদ্ধ লোকটা দেখ্‌লে আবার কি চাও।

কুটীলা। ওলো আয়লো আয়, ওদের সঙ্গে কি পার্‌বি, ওরা সব এক হোয়েচে।

চন্দ্রাবলী। কোন্ মুখে আর না যাবে, থাক্‌বার কি মুখ আছে যে থাক্‌বে, ভগবান যে জোঁকের মুখে নুন্ দিয়েচে।

বৈদ্য। মা যশোমতি। ব্রজমাঝে যে শ্রীমতী রাধিকাই সতী, তা আজ দেখা গেল। (ছিদ্র কুম্ভের বারি শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে প্রদান করিবা মাত্র গাত্রোত্থান) শ্রীমতি তুমিই ধন্য ও সতীর অগ্রগণ্য, যখন সহস্র ছিদ্র কুম্ভে বারি এনে শ্রীকৃষ্ণের জীবন দান কোরেছ, তখন তুমি সামান্য মেয়ে নও, জগতে তোমার অসাধ্য কোন কার্য্য নাই।

যশোদা। বাবা বৈদ্যরাজ! তুমি আমার গোপালের প্রাণ দিলে, তোমায় যে আমি কি দিয়ে খুসি কোর্‌বো তা

বল্‌তে পারিনে, তুমি বাবা যাতে সন্তুষ্ট হও, আমি তাই দিতে প্রস্তুত আছি। বাছা! আজ অবধি তুমি আমার সন্তান হোলে, যেমন আমার কানাই তেমনি তুমি; বাছা! নিজ গুণে আমায় কিনে রাখ্‌লে, তুমি চিরজীবি হও।

দা। মা! যখন তোমাকে আমি মা বাক্য বোলেচি, তখন তোমার নিকট সামান্য ধন কি নেবো. তুমি যে অমূল্য আশীর্ব্বাদ কোচ্চো, তাই আমার যথেষ্ট।

যশো। বাছা শ্রীমতি! তুমিই আমার জীবন সর্ব্বস্ব কৃষ্ণধনকে জীবন দিলে, মা তোমায় যে কি আশীর্ব্বাদ কোরবো, তা বোলে জানাতে পারিনে, তুমি যথার্থ মেয়ে জন্মেছিলে, তোমার মা বাপের যে কত পুণ্যবল ছিল, তাইতে এমন লক্ষ্মীরূপিণী মেয়ে পেয়েছিলো, যে অসাধ্য সাধন কোরে কুল উজ্জ্বল কোর্‌লে। এমন না হোলে কি মেয়ে, মুখে মুখে সতীপনা ফলালে তো হয় না, কাযে করা কিছু শক্ত। অনেকেই সতী২ কোরে বেড়ান্‌, আজ তাদের সতীপনা দেখা গেল, অমন অপমান হোয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণ ভাল। মা আজ অবধি আমার যেমন গোপাল তেমনি তুমি, এস উভয়কে কোলে কোরে তাপিত প্রাণ শীতল করি।

[যশোদার ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার উপবেশন]

নেপথ্যে।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল যত।

মরি কিবা শোভা হইল।
অপরূপ রূপে মোহিল॥
মদন মোহিনী, রাধে বিনোদিনী,
আহা শ্যামের বামে সুখে বসিল।
যেন জলধর, শ্যাম কলেবর,
তাহে সৌদামিনী শোভিল॥

[সকলের প্রস্থান]

যবনিকা পতন।

চতুর্থ অঙ্ক।

—:—

প্রথম প্রস্তাব।

নন্দালয়।

(কংসদূত অক্রূরের প্রবেশ

অক্রূর। (স্বগত) আহা আজি কি সুপ্রভাত! অদ্য সুরগণ বাঞ্ছিত পরম দুর্ল্লভধন কৃষ্ণধনের পদারবিন্দ দর্শন কোরে জীবন সার্থক কোর্‌বো। দয়াময়! ভক্তের প্রতি তোমার কি অপরূপ স্নেহ, তা না হোলে আজ কি না দুরন্ত কংসাসুরের দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হোয়ে পরমারাধ্য ধন দর্শন কোর্‌বো, এ স্বপ্নের অগোচর। আহা! যে পদ যুগল ইন্দ্রচন্দ্র দেবগণেরা ধ্যানে পায় না, যে চরণদ্বয় পরম সৌভাগ্যবতী ব্রজাঙ্গনারা অহর্নিশি সুগন্ধি কুঙ্কুম দিয়া সেবা করে, আজ সেই চরণযুগলের রেণু মস্তকে ধারণ কোরে জন্ম সফল কোর্‌বো। প্রভু সর্ব্বান্তর্যামী, আমি যে তাঁহার চিরশত্রু কংস রাজের দূত রূপে এসেছি, তাহার কারণ তিনি অগ্রেই জেনেছেন, কখনই বিরাগ ভাব্‌বেন না। ভক্তবৎসল প্রভু, যখন আমাকে অতিথি বলিয়া আদরপূর্ব্বক বোসতো/বাল্‌বেন.

যখন জ্ঞাতি বোলে, আলিঙ্গন কর্‌বেন, তখন দেহ বিত্র হবে। দূরাত্মা কংস, তাঁহার জনক জননীকে কষ্ট দিচ্চে, তারা অনবরত যে হা কৃষ্ণ বোলে হাহাকার রব কোচ্চে, সেই সব তাঁর নিকট বোল্লে, অবশ্যই তাঁর কোমল হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হবে, মাতাপিতার দূরাবস্থা শুন্‌লে কখনই স্থির থাক্‌তে পারবে না, যাতে হোক্, ঠাকুরকে একবার মথুরায় নিয়ে গেলে বুঝ্‌তে পারি, তা হোলে, কংসের বিনাশ ও তাঁর চিরদুঃখী জনক জননীর উদ্ধার সাধন হয়। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে ঠাকুর এই দিকেই আসচেন আহা কি অপরূপ মোহন মূর্ত্তি! আজ দর্শন কোরে চক্ষু সার্থক হলো, প্রাণ মন শীতল হলো।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ]

শ্রীকৃষ্ণ। খুল্ল তাত! আপনার আগমনে পরম পরিতোষ লাভ কল্লেম্, কি মানসে এত দূর আগমন কোরেছেন? কেমন আপনাদিগের কুশল তো? (বসিতে আসন প্রদান)

অক্রূর। (আসন পরিগ্রহ করিয়া) আমাদের কুশল আর কেন জিজ্ঞাসা কোচ্চো। হিংস্রক শার্দ্দূল মেষ রক্ষক হোলে, সেই মেষদলের মঙ্গল কোথায়? দূরাত্মা কংস যখন আমাদের রাজা, তখন প্রাণে যে বেঁচে আছি, এই ঢের। কংসরাজা ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভ কোরেচেন, তাই আমি তাব দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হোয়ে

তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ কোত্তে এসেচি, কল্য প্রাতে মথুরা গমন কোত্তে হবে।

ষ্ণ। ভালই তো, তার ভাবনা কি ? খুল্লতাত। আমার পিতা মাতা কেমন আছেন ? তারা কি আমাকে স্মরণ করেন ?

র। বাছা! তাঁদের কথা আর জিজ্ঞাসা কোরো না, তাঁরা কেবল হা কৃষ্ণ বোলে দিবা নিশি রোদন কোচ্চেন, কেবল তোমার আশায় জীবন রেখেচেন, নতুবা এত দিনে প্রাণ ত্যাগ কোরতো, তার সন্দেহ নাই।

ষ্ণ। (সজল নয়নে) খুল্লতাত! জনক জননীর দুঃখের কথা শুনে, আমার প্রাণ অতিশয় বিকল হোলো, আর তিলার্দ্ধ স্থির থাকতে পাচ্চি না, কল্য প্রভাতেই ব্রজবাসী গোপকুল সমভিব্যাহারে মথুরা যাত্রা কোরবো। আমাকে ধিক্, পিতা মাতা এত কষ্টে কারাগারে রুদ্ধ আছেন, তথাপি আমি তাঁদের উদ্ধারের জন্য কোন চিন্তা করি ন; আপনি এই দণ্ডেই গোকুলপতির নিকট কংসরাজার নিমন্ত্রণ জ্ঞাত করুণ।

[নন্দ ঘোষ ও যশোদার প্রবেশ]

র। মহাশয়! কংসরাজ ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভ কোরেচেন, আমি তার নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে আপনার নিকট এসেচি, আপনি কল্য প্রাতে রামকৃষ্ণ ও গোপগণ সমভিব্যাহারে অবশ্য২ মথুরায় যাত্রা কোরবেন।

নন্দ। (সাদর সম্ভাষণে) আপনি কংস রাজাকে বোল্বে যে তাঁর আজ্ঞা শীরোধার্য্য কল্লেম্, আপনি তো জানেন্, যে দূরাত্মা কংসরাজ আমার সর্ব্বস্বধন রা কৃষ্ণের বিষম শত্রু, চিরকাল তাদেরি বধ চেষ্টা কো তখন কি তাদের সেই স্থানে পাঠাতে পারি।

যশোদা। ওমা বল কি, আমি প্রাণ থাক্তে তো কখন জী সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ বলরামকে কংসালয়ে পাঠাতে পার্বো আমার তো কেমন জোর কপাল, কি জানি কি হে পড়্বে।

অক্রূর। গোকুলপতি ! আপনার এটী সম্পূর্ণ ভ্রম, আ কি জানেন না, স্বয়ং ভগবান পুত্র রূপে আপনার বাস কোচ্চেন। দেখুন, আপনার তুল্য কার সৌভ আছে ? যাকে দেবতারা ধ্যানে পায় না, সেই দে দুল্ল ভধন কৃষ্ণধনকে পুত্র রূপে প্রতিপালন কোচ্চে কংসের কি সাধ্য যে সেই যজ্ঞেশ্বরকে নষ্ট কোরে করে।

নন্দ। আচ্ছা, আপনি যখন বোল্চেন্, তখন কল্য প্রভ রামকৃষ্ণ সমভিব্যাহারে কংস নিমন্ত্রণে যাত্রা কোর তবে আজ হোতে গোকুলবাসী গোপদিগকে জা ভাল হয় না ?

অক্রূর। আজ্ঞা হাঁ, তাদের অগ্রে সংবাদ দেওয়া ক কেননা সকলে প্রস্তুত থাক্তে চায় কি না।

নন্দ। আমি সেই জন্যেই বোল্চি, (প্রতিহারীর প্রতি) গোকুলবাসী সমস্ত গোপবর্গকে বল, যে কল্য প্রভ

মহারাজ কংসের যজ্ঞে যেতে হবে, অতএব দ্রব্য সামগ্রী যেন প্রস্তুত রাখে।

তহ্যারী। যে আজ্ঞা, আমি এখনি ব্রজপুরে ঢেড়া ফিরিয়ে দিচ্ছি।

যশোদা। দেখ, তোমরা যাবে যাও, আমি কখন প্রাণ থাক্তে কৃষ্ণ বলরামকে কংসালয়ে পাঠাতে পার্বো না। বুড়ো হোলে কি জ্ঞান বুদ্ধি রহিত হয়, যে কংসাসুর চিরকাল কৃষ্ণ বলরামকে বধ করবার জন্যে কত কৌশল কোরেছে, এখন কি স্বেচ্ছায় সাপের গর্ত্তে হাত দেবো, সেই দুষ্ট আপনার গৃহে পেয়ে কখনই প্রাণে রাখ্বে না।

কৃষ্ণ। মা! তুমি কেন এত উতলা হোচ্চো, আমাদের অনিষ্ট করে, এমন কে আছে? আমি যজ্ঞ দর্শন কোরে অতি শীঘ্রই পুনর্ব্বার ব্রজপুরে প্রত্যাগমন কোর্বো।

যশোদা। বাবা! তোরা দুদের ছেলে, এক দণ্ড খেতে দেরি হোলে, অস্থির হোস্, আমি কেমন কোরে বুক ধরে তোদের মথুরায় পাঠাবো।

অক্রূর। নন্দরাণি! এত ভাব্চো কেন, তোমার এ দুটী ছেলে সামান্য নয়, কংস বধ কোর্বে কি, এরা শত কংসকে বধ কোল্লে হয়, যিনি জগতের পতি, সামান্য অসুর হোয়ে কি তাকে বধ কোত্তে পারে?

যশোদা। দেখ, আমি তোমাদের কথায় বিশ্বাস কোরে, আমার সর্ব্বস্বধন রামকৃষ্ণকে ছেড়ে দিচ্চি, দেখো যেন

কোন অমঙ্গল হয় না, যাতে শীগ্‌গির ফিরে আসে, কোঁড়রা, আমার ছুদের বালক, ওরা কিছু জানে যেন পথে কোন ক্লেশ পায় না।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াখেমটা।

কেমনে এ ধনে, দিব গো বিদায়।
মায়েরে বধিয়ে বাছা, যাইবে কোথায়॥
শুন্‌ ওরে নীলরতন, ব্রজের জীবন ধন,
বলিয়ে হেন বচন, কেন কাঁদাস রে মায়ে।
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়ে, কেমনে বিদায় দিয়ে
থাকিব কি ধন নিয়ে, বলরে আমায়॥

(সকলের প্রস্থান
যবনিকা পতন।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

রাজ পথ।

(রথারোহণে শ্রীকৃষ্ণ ও অক্রূরের প্রবেশ)

[সখিগণ পরিবেষ্টিতা রাধিকার প্রবেশ]

রা। সখি—কি সর্ব্বনাশ! ওই দেখ বংশীধারী অক্রূরের সঙ্গে রথারোহণে মথুরা যাত্রা কোরেচেন। ছিছি পুরুষের মন কি কঠিন! বিধাতা কি যথার্থই পাষাণ দিয়ে গড়েছিলো, যে নারী পরপুরুষের প্রণয় বাসনা করে, তার মতন মহাপাতকী আর কেউ নেই, পরের ছেলে আপনার কখনই হয় না, তা এখন বিলক্ষণ জান্‌লেম, কেননা যখন আমরা এত মিনতি কোল্লেম, কত পায়ে ধোরে কাঁদলেম, তথাপি তার কিছু মাত্র দয়া হোলো না, অনায়াসে এত দিনের প্রণয় একেবারে ভুলে গেলো। ভাই! মেয়ে মানুষের মন কি হাল্কা, যখন সে স্নেহশূন্য হোয়ে অনায়াসে চোলেচে, তা দেখেও আমাদের মন স্থির হোচ্চে না, মনে হয় দৌড়ে গিয়ে ধরে আনি। এত দিন পরে জান্‌লেম, কেউ

কারো নয়, চিরদিন কিছুই নয়, সব দুদিন মাত্র, ল
টের প্রেম আর বালির বাঁধ সমান, কিছুতেই থাক
নয়। সখি! বিচ্ছেদ যে এত জ্বালা, তাতো আ
জানতেম না, তা হোলে কি কালার প্রেমে মজি, ব
আমার মন প্রাণ সব হরণ কোরে চোলেচে, কেবল
মাত্র অবশিষ্ট আছে, তাও তার পশ্চাৎ যেতে উ
হোয়েছে। পোড়া বিধাতা কি কার সুখ দেখতে
না, কুলবালাদের এত যাতনা দেখেও কি তার
দয় হোলো না। আর বিধাতার দোষ দেবো কি, য
কুল শীল মান প্রাণ সব সমর্পণ কোরে এত সেবা কো
যাকে অবলা কুলের সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব রত্ন দিয়ে
কলঙ্কিনী হলেম, সেই নিষ্ঠুর লম্পট বড় মুখ চাই
তার দোষ দেবো, সকলই আমার কপাল, নতুবা
অকস্মাৎ এমন বজ্রাঘাত হবে কেন।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল পোস্তা।

পুরুষ যেমন কঠিন প্রাণ, নারী তেমন নয়।
মুখে মধুমাখা কথা, গরল হৃদয়॥
প্রথম মিলন যবে, কত মত কথা কবে,
বিচ্ছেদ কভু না হবে, সদা এই কয়।
নানা মত ছল কোরে, অবলার প্রাণ হোরে,
ভাসায় বিচ্ছেদ-সাগরে, যায় রসময়॥

তা। শ্রীমতি! যখন শ্যাম পরিত্যাগ কোরে চোলেচে, তখন আমরা তো পথের কাঙ্গালিনী হোয়েচি, কাঁদলে কি হবে, যদি কাঁদলে পাওয়া যেত, তা হোলে কেঁদে দুই চক্ষু অন্ধ কোত্তেম।

াবলী। শ্রীমতি! আর তো ধৈর্য্য ধোরতে পারিনে, দুঃখে প্রাণ ফেটে যাচ্চে, দেখ সেই প্রাণকান্ত বিনে আজ ব্রজধাম শূন্যময় দেখাচ্চে, গোপবালাদিগের নয়ন জলে পৃথিবী ভেসে গেলো। ভাই! ওই দেখ, ধেনু বৎসগণ পাগলের মত রব কোত্তে২ রথের পশ্চাতে ধাবমান হোচ্চে। আহা! শ্যামের কি কঠিন প্রাণ, এ দেখেও অন্তরে দয়ার লেশ মাত্র হচ্চে না।

া। প্রিয়সখি! চিরকাল যে সমান যায় না, তা আজ বুঝলেম, আমরা আজ শ্রীকৃষ্ণ বিহনে পথে২ কেঁদে বেড়াচ্চি, কিন্তু এতক্ষণ মথুরাবাসিরা কত না আনন্দোৎসবের আয়োজন কোচ্চে। দেখ, কারু সর্ব্বনাশ কারু পৌষ মাস।

ধিকা। "প্রাণেশ্বরি! আমি শীঘ্র আসবো" এই কথাটী আমার হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হোয়েছে। সখি! সত্য কি, আমার প্রাণবল্লভ পুনর্ব্বার আসবেন না প্রবোধ দিয়ে গেলেন।

সখা। শ্রীমতি! আমি তো তার কথায় বিশ্বাস করি নে তিনি পরনারীর সঙ্গ পেলে আর তো কিছু চান না মথুরায় সহস্র২ সুন্দরী নারী আছে, শ্যাম কি তাদের ফেলে আমাদের মনে কোরবে, তা মনেও কোরো না।

চন্দ্রাবলী। ভাই! পরের ছেলের দোষ দিলে কি হবে, আ
দেব যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, পাপের ভোগাভোগ
ভুগ্‌বে বল।

রাধিকা। সখি! পোড়া অদ্দেষ্টর কেমন ফের, দেখ ত
কিনা কংসদূত অক্রূর এসে আমাদের সর্ব্বস্ব
অপহরণ কোর্‌বে, তা কে জানে।

বৃন্দা। শ্রীমতি! বিবেচনা কোরে দেখ, তার দোষ কি? নি
দোষে পরকে দোষ্‌লে কি হবে বল, তার ত কো
অপরাধ নাই।

[কুটীলার প্রবেশ]

কুটীলা। (স্বগত) এই যে সব ঢলানি একত্র হোয়েচে, পো
ড়ার মুখ আর কি, রাস্তায় দাঁড়াতে একটু লজ্জা হয় না
যেন সর্ব্বনাশ হোয়ে গেচে। (প্রকাশে) ওরে
তোরা পথের ধারে দাঁড়িয়ে কি কচ্চিস লা, আ মর
লজ্জার মাথা কি একেবারে খেয়েচিস্‌, কার বউ বি
অমন কোরে এলো থেলো হোয়ে পথে দাঁড়ায়, তো
যেমন তেমন কেউ নয়, সব বেহায়ার হদ্দ। যার বি
তার মনে নেই, পাড়া পড়সির ঘুম নেই, তাই হোয়ে
তোদের, যাদের ছেলে তারা যত করুক না করুক, তোরা
ইতো কেঁদে২ পেট ফুলিয়ে ফেল্লি।

রাধিকা। ঠাকুরঝি! একে তো জ্বোলে মচ্চি, তাতে তো
মার মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা সহ্য যায় না, তোমা
বাক্যি জ্বালায় আরো অস্থির হোতে হয়।

বলী। এখন যাও, তুমি আপনার কায দেখ গে, আর হাড় জ্বালিও না, তোমার জ্বালায় কোন জেয়গায় স্থির হবার জো নেই, এখানে এয়েচি, অমনি কোথ্‌থেকে এসে জুটেচ।

লা। (স্বগত) এদের যে রূপ আগুণখাকির মত দেখ্‌চি, তাতে কালার সঙ্গে না গেলে বাঁচি, মনে যা থাকে, এ সময়ে ছুটো প্রবোধ কথা কোয়ে ঘরে নিয়ে যবার চেষ্টা পাওরা উচিত। (প্রকাশে) বউ! কাঁদিস্ কেন, কাঁদলে কি হবে, পরের ছেলে কখন কি কার আপনার হয়। তোর ভাবনা কি, এমন সোনার সংসার, তুই যা কর্‌বি তাই হবে, বয়সের দোষে কে না কি করে, কার ঘরে না দোষী আছে, তা বোলে কি কেউ ঘরকন্না করে না, চিরকাল কি এক রকমে যায়, যা হবার তাই হোয়ে বোয়ে গেচে, এখন মানে২ ঘরে গিয়ে দাদার মতে চল্‌গে, আমরা থাক্‌তে তোকে কে এক কথা বলে, সব ঢেকে যাবে।

ধকা। ঠাকুরঝি! আর আমাকে ঘরকন্না কোত্তে বোলো না, আমার শ্যাম যে পথে গেচে, আমিও সেই পথে যাবো, আমার ঘর কন্নায় আর কি কায আছে।

লা। বউ! ভাই অমন কথা কি বোল্‌তে আছে, জন্ম২ ঘরকন্না কোর্‌বে বই কি, ঘর ছেড়ে কোথা যাবে, বয়েসকালে না বুঝ্‌তে পেরে, যা করবার কোরেচো, তা বোলে কি, চিরকাল কোরে থাকে, লোকে নিন্দে কোর্‌বে যে। যা হোক্, কালা দোষে গুণে ভাল ছিলো,

তার জন্যে আমারও আজ মনটা কেঁদে২ উঠ্‌
তা তোদের তো হবেই, কেবল যমুনার কুলে তোদে
সবাইকার কাপড় কেড়ে নিয়েছিলো, তাই জন্যেই (
আমি সে দিন চটে ছিলেম, নতুবা কত বোলেচি, ক
ঝগড়া কোরেচি, তবু বাপু একটী কথা কইতো না।

বৃন্দা। (সহাস্যে) তা বই কি, তোমার সঙ্গে তো কা
অসৈরব নেই, তবে তুমি অন্যায় দেখ্‌তে পার না।

কুটীলা। যাহক্‌, রাধিকে ঘরে আয়, দাদা দেখ্‌লে আব
প্রমাদ ঘট্‌বে, জানিস তো কেমন রাগী লোক।

রাধিকা। দেখ, আমি একে জ্বোলে মচ্চি, জ্বালার উ
আর জ্বালা দিও না, তুমি যাও, আমি আর ঘরে য
না, ঘরে গিয়ে কি দেখ্‌বো, যখন আমার সর্ব্বস্ব
সেই নীলরতন আমায় পরিত্যাগ কোরে চলেচে, তখ
কিসের ঘর সংসার।

কুটীলা। বউ! তুমি যে একেবারে পাগল হোলে দেক্‌
পরের জন্যে ভেবে কি প্রাণে মারা যাবে, এ কথা লোে
শুন্‌লে কি বোল্‌বে, একে তো তোমার কথা সক
কাণাঘুসো করে, আবার এ কথা প্রকাশ হোলে কি রক
থাক্‌বে।

রাধিকা। দেখ, আর এখন আমি গুরুজনের গঞ্জনা, লো
কের নিন্দে কিছুতেই ভয় রাখিনে, কেবল কিসে এ ছ
প্রাণ বেরোবে, তাই ভাব্‌চি, তা হোলেই বাঁচি।

কুটীলা। (স্বগত) দেক্‌চি এর গোচ ভাল নয়, যদি আবা
কাল্লায়াসঙ্গে যায়, তা হোলেই তো প্রমাদ, আমাদে

স্নুন্দ মুখ দেখানো ভার হবে, এখন যাতে হোক্ একবার বুঝিযে সুঝিয়ে ঘর ঢোকাতে পাল্লে বাঁচি, তার পর বোঝা যাবে। (প্রকাশে) ও কি কথা বউ, বালাই ও কথা কি বোল্‌তে আছে।

বলী। (শশব্যস্তে) শ্রীমতি! কি কর, ওই সেই দু-রাত্মা অক্রূর বেগে রথ চালিয়ে যাচ্চে। সখি! আর কি সেই শ্যামের বিধুবদন দেখ্‌তে পাবো না? এখানে আর কাঁদলে কি হবে? আর গুরুজনের লজ্জায় কি কোর্‌বে? চল, সকলে একত্র হোয়ে শ্যামের চরণে ধরি গে, বলা যায় না, যদি অনাথিনী দেখে দয়া হয়, নতুবা তো অন্য উপায় দেখিনি।

(সকলের বেগে যাইয়া রথ ধারণ)

বলী। নাথ! আমরা তো তোমায় যেতে দেবো না, এখনি তোমার চরণতলে এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ কোর্‌বো। তুমি কি জান না, যে আমরা তোমা ভিন্ন কাহাকে জানিনে, কখন তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া হোয়ে থাকিনে, এখন কেমন কোরে তোমার দারুণ বিচ্ছেদ যাতনা সহ্য কোর্‌বো।

শ্যা। সখা! একেবারে কি দয়া মায়া পরিত্যাগ কোল্লে, তোমার সে পায়ে ধরার কথা মনে পড়্‌লে আমাদের স্বপ্ন বোধ হয়। তুমিই না আমাদের শ্রীমতির কাছে দাস খত লিখে দিয়েছিলে। ঠাকুর! তবে এখন যাবে কোথায়, তুমি তো স্বাধীন নও, যখন দাস খত লিখে

দাসত্ব স্বীকার কোরেচ, তখন তোমার কি সাধ্য যাও।

ললীতা। শঠরাজ! রথ পরিত্যাগ কর, চল নিকুঞ্জকান গিয়ে বনফুলে তোমায় সাজিয়ে দিগে। ঠাকুর এ বার সুমধুর বংশীধ্বনী কোরে আমাদের তাপিত প্র শীতল কর।

বৃন্দা। সখা! আমাদেব প্রাণে মেরে আজ কোথা যাও আমরা তো আজ রথ ছাড়্বো না, এতে প্রাণ যায়া, ত স্বীকার। দেখ, তোমার বিচ্ছেদে গোপীকুল আ হোরে হাহাকার কোচ্চে, তা দেখেও তোমাব ম হচ্চে না। এমন নিদারুণ করে হলে, এইন্যে তো সকলে দয়াময় বলে, দয়া থাক্‌লে কি আমাদের প্র মেরে যাও। ছিছি ঠাকুর! তুমি এমন কঠিন, তা ন্‌লে আমরা কি তোমায় মন প্রাণ সমর্পণ করি।

রাধিকা। প্রাণবল্লভ! কোথা যাও, আমরা তো ছাড়্বো তোমা ধনে বিদায় দিয়ে কি নিয়ে থাক্‌বো। তুমি আমাদের জীবন সর্ব্বস্ব, দেখ তোমার জন্যে আম কুলশীল সব গেচে, কত না গুরু গঞ্জনা সহ্য কোরে তার, কি এই উচিত ফল দিলে। নাথ! তোমার সাধের নিকুঞ্জ কাননে আর কে বিহার কোর্‌বে তোমার মনে যদি এত ছিলো, তবে কেন সে কালিরূপ ধারণ কোরে দুরন্ত আয়ানের হস্ত হই আমার জীবন রক্ষা কোল্লে? তুমি আম সর্ব্বদা বোল্‌তে, যে আমি তিলার্দ্ধ রাধা ছাড়া না

এখন কার হাতে সেই অভাগিনী অনাথিনী রাধিকাকে সমর্পণ কোরে যেতে উদ্যত হোয়েচো? প্রাণেশ্বর! আর তো দুঃখ সহ্য হয় না, অবলা কুলবালার প্রাণে কষ্ট দেওয়া কি উচিত? দেখ, তোমার বিচ্ছেদে ব্রজপুর আজ অন্ধকার, গোপকুল আকুল হোয়ে রোদন কোত্তে২ তোমার পশ্চাতে যাচ্চে। গাভীগণ তৃণ পরি- পরিত্যাগ কোরে এক দৃষ্টে তোমার মুখ পানে চেয়ে আছে। পক্ষিগণ শোকে নীরব হোয়ে বৃক্ষ শাখায় বোসে আছে। হরিণেরা তোমার বিরহে গহনবন পরিত্যাগ কোরে রাজপথে প্রবেশ কোরেচে। সখা! আমাদের তো কথাই নেই, এ সব দুর্দ্দশা চোকে দেখেও তোমার যেতে ইচ্ছে কোচ্চে। (চরণ ধারণ করিয়া)

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

তুমি যাও কোথা মুরারি।
লোয়ে জাতিকুল, করি প্রাণাকুল,
অকুলে ভাসালে ব্রজনারী॥
মিনতি করি হে শুন হে কান্ত,
চরণেতে ধরি, হও হে ক্ষান্ত,
ছাড়িবো না তোমায় হোলে প্রাণান্ত,
কেমনে যাইবে বংশীধারী।
শুন শুন সখা করি হে মিনতি,
বুঝিতে না পারি, এ কোন রীতি,
নারী বধে তোমার নাহিক ভীতি,
মরম বুঝিতে নারি —

অবলা সরলা রাজার নন্দিনী,
তব লাগি নাথ হনু কলঙ্কিনী,
কেমনে চলেছ কোরে অনাথিনী,
না জানি কেমন্ মন তোমারি ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (রাধিকার হস্ত ধরিয়া) প্রাণেশ্বরি ! স্থির হ
আর রোদন কোরো না, তোমার সজল নয়ন, ম
বদন দেখে আমার প্রাণ অস্থির হলো। (সখিগ
প্রতি) সখিগণ ! শ্রীমতিকে প্রবোধ দিয়ে গৃহে নি
যাও, কুলকামিনিদের কি এ বেশে রাজপথে আসা
চিত ? তোমরা কি এককালে হতবুদ্ধি হোয়েচ ? প্রি
গৃহে যাও, তোমার কি পথে আসা সাজে, লোকে
খ্লে নিন্দে কোর্‌বে যে। দেখ তুমি আমার জীবন সর্ব
তোমা ছাড়া হোয়ে কখনই আমি সুখী নই, শান্ত
আমি অতি শীঘ্র আস্‌বো, তার জন্য এত ভাবনা কে

(রথারোহণে অক্রূর ও শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান ।

রাধিকা। (এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া) সখি ! প্রাণনাথ
নিতান্ত পরিত্যাগ কোরে গেলেন, এখন কি করি, ত
আর এছার জীবন রাখ্‌বো না।

বৃন্দা। শ্রীমতি ! স্থির হও, অধৈর্য্য হোও না, যখন আস
বোলে গেলেন, তখন অবশ্যই আস্‌বেন, তার জ
ভাবনা কি, চিরকাল কিছু সমান যায় না, কখন
কখন দুঃখ সকলকেই ভুগ্‌তে হয়। এখন তার ত
পথ চেয়ে জীবন ধারণ কর।

[সকলের প্রস্থান]

যবনিকা পতন।

পঞ্চম অঙ্ক।

—(০)—

প্রথম প্রস্তাব।

নিকুঞ্জ কানন।

(সখিগণ পরিবেষ্টিতা শ্রীমতী রাধিকা আসীনা)

রাধিকা। (সবিষাদে) সখি! শ্যাম যে আস্‌বে বোলে গেল, কই আজো তো এলো না, তবে বুঝি প্রবোধ দিয়ে প্রতারণা কোল্লে। কি আশ্চর্য্য! পুরুষের ভালবাসা কি কেবল মুখে, অন্তরে নয়, তা হোলে কি কখন এত প্রণয় একেবারে ভুল্‌তে পারে? শ্যাম যে কখন আমায় ছেড়ে এক দণ্ড থাক্‌তো না, পলকে প্রলয় জ্ঞান কোত্তো, আমার মান ভাঙ্গাবার জন্যে কি না কোরেচে, কত পায়ে ধোরে কেঁদেচে, এখন সে সব মনে হোলে স্বপ্ন বোলে বোধ হয়। আহা! তার সেই সুমধুর কণ্ঠধ্বনী আজও মনে হোলে অন্তঃকরণ চঞ্চল হয়। দেখ লম্পটেরা সব কোত্তে পারে, অবলা কুলকামিনী বধে তাদের তো ভয় নাই, তা হোলে কি পরের মেয়ের কুল মজিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে? যাদের নিত্যি নূতনে বাসনা, তাদের সঙ্গে প্রণয় করা কেবল যাতনা ভোগ মাত্র। নাথ!

তোমার মনে এই ছিল, এই হতভাগিনী অনাথিনী
এককালে পরিত্যাগ কোরে, অকুল পাথারে ভাসাবে
সখি! আর যে ধৈর্য্য ধোত্তে পারিনে, কত দিনে
পোড়া প্রাণ বেরিয়ে যাতনার শেষ হবে। সহচরি
আর এ ছার প্রাণ রাখবো না, অগ্নি প্রস্তুত কর, প্রবেশ
কোরে এ ছার প্রাণ পরিত্যাগ করি।

বৃন্দা। শ্রীমতি! অধৈর্য্য হোলে কি হবে? লোকে বোলে
থাকে, যে সবুরে মেওয়া ফলে, তা আর কিছু দিন অ
পেক্ষা কর, যখন শ্যাম পুনর্ব্বার আস্‌বো বোলে গে
তখন অবশ্যই আস্‌বে, একেবারে কখনই ভুলতে পা
র্‌বে না।

বিসখা। ভাই! তার কথায় বিশ্বাস নেই, এখন মথুরায় ক
বধ কোরে রাজসিংহাসনে বোসেচেন, আর কি এ
অভাগিনীদের মনে আছে? এখন আমাদের মত ক
শত সুন্দরী তার সেবা কোচ্চে।

ললীতা। রাজকুমারি! আশাতেই জগতের লোক বেঁচে আছে
আশা না থাক্‌লে পৃথিবী চোল্‌তো না, লোক এক দ
বাঁচতে পারতো না, অতএব নিরাশ হোলে কি হবে
শ্যামের আসার আশা কোরে প্রাণ ধারণ কর, অব
শ্যই পাবে। বিধাতা কি একেবারে আমাদের অদৃষ্টে
নিদয় হবে। দেখ! চিরকাল কেউ সুখ ভোগ করে
না, দশ দিন সুখ, দশ দিন দুঃখ, সকলকারি আছে,
তা বোলে কে কোথায় প্রাণ পরিত্যাগ করে?

রেখা। আর ভাই, বিধাতা আমাদের কপালে নিদয় হো-য়েচেন। পোড়া বিধাতার কাছে যদি ভাল মন্দ বিচার থাক্‌বে, তা হোলে কি আমাদের এমন দুর্দ্দশা হয়, না শ্যাম এত দিনের প্রণয় পরিত্যাগ কোরে মথুরায় যান? সকলই আমাদের অদৃষ্ট বোল্‌তে হবে, এ সব পূর্ব্ব জন্মের পাপের ভোগ বইতো নয়।

দবী। ভাই! কপাল একবার ভাঙ্গলে কি আর যোড়া লাগে, তা মনেও কোরো না, যে ক দিন কপালের ভোগ আছে, সে ক দিন এমনি জ্বোল্‌তে২ যাবে, পোড়া প্রাণ তো অল্পে বেরোবে না।

বী। যদি আমাদের প্রাণ অল্পে২ বেরোবার হবে, তবে এত যাতনা ভুগ্‌বে কে? যদি তেমন কপাল হবে, তবে ভাবনা কিসের?

রা। প্রিয়সখি! আশায় কত কাল জীবন রাখ্‌বো বল, আর যে ধৈর্য্য ধোত্তে পারিনে, শ্যাম যে পুনর্ব্বার আ-স্‌বে, এমন তো বুঝিনে।

। রাজকুমারি! ভেবে আর কি হবে, ভাব্‌লে তো তাকে পাবার যো নাই, আমরা তার জন্যে ভেবে২ শরীর মাটী কোল্লেম্, সে তো তা ভাবে না।

নী। ভাই! শ্যাম বিনে এ পাপ জীবনে আর কি কাম আছে বল, এস সকলে মিলে যমুনার জলে প্রাণ পরি-ত্যাগ কোরে এ যাতনার শেষ করি। এত যাতনা ভো-গের চেয়ে একেবারে প্রাণত্যাগ করা ভাল।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

আর কি পাইবে সে জনে।
যুড়াবে তাপিত প্রাণ, সুখে প্রেম আলাপনে॥
সবে মিলি ধিরে২, চল গো যমুনা তীরে,
পশিয়া গভীর নীরে. ত্যজি এ ছার জীবনে।
যার আশা আশে সই, এতেক যাতনা সই,
সে জন যেতেছে ওই, ফেলি বিরহ দহনে॥

সুচিত্রা। ভাই! তার মনে যে এত ছিল, তাতো জা
তা জান্‌লে কি এ পাপ কর্ম্মে হাত দি, পেটও ভো
না, কেবল জাত গেল।

চম্পাকলতা। দেখ, আমরা যে এত গুরু গঞ্জনা সই কে
যে শ্যামের বশবর্ত্তিনী হোলেম্, তিনি আমাদের
রণে পরিত্যাগ কোল্লেন, এক তার উচিত কায
য়েচে, আমরা যে দিবা নিশি হাহাকার কোরে চো
জল ফেল্‌চি, একি তার ধর্ম্মে সইবে?

রাধিকা। সখি! যদি সে শঠের ধর্ম্ম বোধ থাক্‌বে, তা
কি এমন করে, তার কি বোধ আছে বল, কেবল ধ
কামিনিদের প্রাণ বধ কোত্তে ভাল জানে বইতো ন

ইন্দুলেখা। না বুঝে পাপ কর্ম্মে মজ্‌লেই এই সকল ঘটে
গুরুজনের বশীভূত হোলেম্, না পতির সেবা কে
আমাদের এ কুল ওকুল দুকুল গেলো, কপালে
কত যে পাপের ভোগ আছে, তা কে বোল্‌তে পা

চম্পকলতা। সখি! এ সকল পাপের ভোগ না তো

তিনি যে এত যাতনা দিচ্চেন, তাতেও তাকে পাপের ভাগী হোতে হবে।

দবী। সহচরি! দেখ, শ্যাম যে কেবল আমাদের যাতনা দিয়ে পাপের ভাগী হোচ্চেন, তা নয়, আরো পরমগুরু পিতা মাতা তাঁর বিরহে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ কোরে দিবানিশি হাহাকার কোচ্চেন। ব্রজবালকেরা ভাই কানাই কোথা বোলে বনে২ কেঁদে বেড়াচ্চে। গাভীগণ আহার ত্যাগ কোরে মুদ্রিত নয়নে পোড়ে আছে। শুক শারিকা মনোদুঃখে বৃক্ষ ডালে নীরব হোয়ে বোসে আছে, আর পূর্ব্বের মতন মধুর স্বরে ডাকে না। ময়ূরেরা সেই নবঘন শ্যাম বিনে পাখা বিস্তার কোরে নৃত্য পরিত্যাগ কোরেচে। হরিণেরা আর তাঁর মধুর বংশীধ্বনী না শুনতে পেয়ে তৃণ পরিত্যাগ কোরে এক দৃষ্টে পথ পানে চেয়ে আছে। আহা! সেই নিষ্ঠুর শঠরাজ বিনে বৃন্দাবন অন্ধকারময়, নিকুঞ্জবন অরণ্যময় ও আমরা তো মৃতপ্রায় হোয়েচি।

ধকা। সখি! সেই জন্যেই তো আমি নিকুঞ্জবন একেবারে পরিত্যাগ কোরেচি, সেখানে গেলে পূর্ব্বের কথা সকল স্মরণ হোয়ে মনের আগুণ দ্বিগুণ করে। সে কদম্বমূল নিদারুণ শূলের ন্যায় যাতনা দেয়, সে যমুনার জলে আরো দ্বিগুণ দুঃখ জ্বোলে ওঠে, এ অভাগিনির যুড়াবার স্থান তো দেখতে পাই না, মলেই সব যাতনার শেষ হয়।

বৃন্দা। সখি! কি কোর্‌বে, তা বোলে কোথা যাবে, যদি বৃ
কামিনী না হোতেম্, তা হোলেও এক দিন সেখ
গিয়ে, সে শঠ নিষ্ঠুরের পায়ে ধোরে আন্‌তেম্, এ
উভয় শঙ্কট, বিধি আমাদের কুলনারী কোরে কি
বিপদে ফেলেচে।

বিসখা। আর ভাই কুল নিয়ে কি ধুয়ে খাবো, যদি প্রাণ
তবে কুলে কি কোর্‌বে।

রঙ্গদেবী। শ্যাম কি আমাদের কুল রেখেছেন, একুল ও
দুকুল মজিয়ে, এখন অকুলে ফেলে পালিয়েছেন।

চিত্ররেখা। শুন্‌তে পাই নাকি, সেখানে তিনি রাজা হ
কুব্জাকে রাণী কোরেচেন। আহা কি পছন্দ! কি
জ্জার কথা।

বৃন্দা। তার অপার লীলা, কখন যে কাকে বাড়ান্, তা
যায় না, তার ভাব বোঝা ভার, তা না হোলে কি
স্বর্ণলতা শ্রীমতী রাধিকাকে পরিত্যাগ কোরে, সেই
সিত কুআকার কুব্জাকে রাজসিংহাসনে বসান, এ
রাজা হোয়ে বেশ রাজবুদ্ধি প্রকাশ কোরেচেন, কি
শুনে হরিভক্তি উড়ে যায়।

রাধিকা। সখি! সাধে কি বলি, তার দয়া ধর্ম্ম কিছু মাত্র
না হোলে কি এতগুণো কুলবালা বধ কোরে পুন
পরের কুল মজাতে চায়।

রঙ্গদেবী। রাজকুমারি! শ্যামের দোষ দেবো কি? প্
ভ্রমরের জাত, নিত্তি নুতন ফুলের মধু পেলে আর

চায় না, তাদের কি ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ আছে, আপনার কায নিয়ে বিষয়।

দেবী। কেন ভাই কপালের মাঝে চোক্ তো আছে, চোরে দেখে কে কোথায় এমন করে।

বৃন্দা। ভাই তাতো জানো, যার উপর যার মজে মন, সে কি তখন ভাল মন্দ বাচে? না তখন তার জ্ঞান থাকে?

রাধিকা। সখি! যা হোক্ কুব্জার খুব্ কপাল জোর বোল্তে হবে, আমরা চিরকাল যার সেবা কোল্লেম, যার জন্যে কুল শীল ধন মান সব গেল, এখন সে সময় পেয়ে কুব্জাকে রাণী কোল্লে। ভাই! দুঃখের ভাগী আমরা, সুখের ভাগী নই।

চিত্রা। সখি! কপালে না থাক্লে তো সুখ হবে না, এ পোড়া অদেষ্টে সুখ কি আছে?

রাধিকা। সখি! আমি তো সুখের আশা করি না, সমস্ত সুখ পরিত্যাগ কোরে যাকে নিয়ে সুখী হোয়েছিলেম্, এখন সেই হৃদয়ধনকে পেলে বুঝ্তে পারি।

চম্পকলতা। শ্রীমতি! তোমার মন অতি চঞ্চল, সেই লম্পট অন্য নারীর প্রেমে মজেচে, শুনেও কি তোমার মনে রাগ হোচ্চে না, আবার তাকে দেখ্তে চাও।

রাধিকা। সখিগণ! তোমরা যা বল যা কও ভাই, কালাচাঁদ আমাকে যে কি গুণে বশীভূত কোরেচে, তা বলা যায় না, এখনও তার নাম শুন্লে, আমার হৃদয় প্রফুল্ল হয়। মনে করি তার রূপ আর ভাব না, কিন্তু কোন মতে ধৈর্য্য ধোত্তে পারিনে, আমার প্রাণ যে আকুল

হোয়েচে, যদি তোমরা আমার সেই প্রাণবল্লভকে না এনে দাও, তা হোলে প্রাণে আর বাঁচবো না।

বৃন্দা। শ্রীমতি! এ কি উতলার কর্ম্ম, যে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বোস্‌লে, স্থির হও, আপনার মনকে আপনি প্রবোধ দেও, লোকে বোলে থাকে, বিলম্বেই কার্য্য সিদ্ধি হয়।

রাধিকা। বৃন্দে! আমি তো মনে করি উতলা হবো না, কিন্তু পোড়া মন তো আমার বশীভূত নয়, কাকে প্রবোধ দেবো বল?

ললীতা। রাজনন্দিনি! দেখ যে জন তোমার হোলো না, তার জন্যে ভাব্‌লে কি হবে, সে যদি তোমার হতো, তা হোলে কি এমন কোরে চোলে যায়, না আর ফিরে আসে না।

বিশাখা। বল কি? এখন রাজা হোয়েচেন, রাজসুখ ভোগ কোচ্চেন,. যখন রাখাল ছিলেন, তখন আমাদের মনে ধোত্তো, এখন কি আর আমাদের ভাল লাগে।

রাধিকা। প্রিয় সহচরীগণ! যা হোক্, এখন আমার শ্যামকে যদি আন্‌তে পার, তা হোলে এ প্রাণ রাখ্‌বো, নতুবা এ ছাঁর প্রাণ পরিত্যাগ কোর্‌বো। জল ছাড়া মীন কি কখন জীবিত থাকে? যে আমি জীবন ধন শ্যাম ছাড়া হোয়ে জীবন ধারণ কোর্‌বো। দেখ, আমার শরীর ক্রমে শীর্ণ, ইন্দ্রিয় সকল বিকল হোয়ে আস্‌চে, প্রাণ দেহ ছাড়্‌তে উদ্যত হোয়েচে, কেবল সেই হৃদয়নাথের আশাতেই জীবন রেখেছি।

। রাজকুমারি ! এত অধৈর্য্য হোলে চল্‌বে কেন, আমার তো ইচ্ছা যে এখনি শ্যামকে এনে তোমার এ দুঃখ দূর করি, দেখ তোমার এ অবস্থা দেখে কি আমারা সুখে আছি।

কা। (সজল নয়নে) সখি ! অন্তরে আর যে ধৈর্য্য ধরে না, চিরকাল কি ধৈর্য্য ধোরে থাকা যায়, এই বেলা যা হয় এর উপায় দেখ, নতুবা আমার আশা এককালে পরিত্যাগ কর।

বী। শ্রীমতী ! তুমি কি পাগল হোয়েচ, অজ্ঞানের মত বল কি ? তোমার কথা শুনে আমার অন্তঃকরণ অস্থির হোচ্চে, ভাবনা কি, যাতে পুনর্ব্বার শ্যামকে পাও, তার উপায় করা যাবে।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

চল২ গৃহেতে চল।
এখানেতে প্রাণসখি, আর কিবা কায বল ॥
চেয়ে তার আশা পথ, কর সখি কাল হত,
পুরিবে যে মনোরথ, কাঁদিয়ে বল কি ফল।
না দেখি উপায় আর, সে জন নহে তোমার,
মিছে কর হাহাকার, ফেলিয়ে নয়ন জল ॥

[সকলের প্রস্থান]

যবনিকা পতন।

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

নিকুঞ্জ কানন।

(বিরহ বিধুরা রাধিকার প্রবেশ)

রাধিকা। (সবিষাদে) আহা বসন্ত কি সুন্দর কাল ; এ কালে কেমন তরু লতাগুলি নূতন পল্লবে সুশোভিত হয়েচে। কুসম কাননে নানাবিধ কুসম প্রস্ফুটীত হোয়ে যেন হাস্যাননে বায়ুভরে কেলি কোচ্চে। ভ্রমরবৃন্দ আকুল হোয়ে গুঞ্জরবে মধু পানে উন্মত্ত হোয়ে বেড়াচ্চে। পীকগণ তমাল তরুপরে কুহু রব কোরে আনন্দ প্রকাশ কোচ্চে। মলয় মারুত মন্দ২ প্রবাহিত হোয়ে জীবগণের গাত্রসুখ জন্মাচ্চে, কিন্তু এ সকল দেখে বিরহিনিরা আকুল হোয়ে বেড়াচ্চে, তাদের তো কিছুতেই সুখ নেই, মলেই নিস্তার।

রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান।

বিরহ আগুনে জ্বলে মন, ওগো বিনে সেই জন।
ধৈরয ধরিতে নারি, সদা মন উচাটন॥
মলয় অনীল বহে, তাহে মন প্রাণ দহে,
এ জ্বালা না প্রাণে সহে, জানি না গো কি কারণ।
কোকিল পঞ্চম স্বরে, শাখিপরে গান করে,
সে স্বরে মনোজ শরে, সতত দহে জীবন॥

উঃ বিরহের কি যাতনা! কোথা গেলে যে সান্ত্বনা পাবো, তা বোল্‌তে পারিনে, (চিন্তা করিয়া) যাই একবার নিকুঞ্জ মধ্যে বেড়াই গে। (অগ্রসর হইয়া শীলাতলে উপবেশন) লোকে বোলে থাকে শুশীতল বায়ু সেবনে গাত্র জ্বালা সুস্থ হয়, কিন্তু এখানে তো বিলক্ষণ সুগন্ধ বায়ু বইচে, তবু আমার গাত্র জ্বালা সুস্থ হওয়া দূরে থাকুক, বরং দ্বিগুণ বৃদ্ধি হলো। কি আশ্চর্য্য! এই নিকুঞ্জ কানন অতি মনোহারিণী শোভা ধারণ কোরে ও আমার কিছু মাত্র মনোহরণ কোত্তে পাচ্চে না। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) আহা! এই স্থানে প্রাণবল্লভের সঙ্গে কত সুখে বিহার কোরেচি, এখন সে সকল মনে হোলে শরীর বিকল ও মন চঞ্চল হোয়ে পড়ে। রে নিকুঞ্জ কানন! শ্যাম যে তোর মধ্যে নিয়ত কেলি কোর্‌তো, এখন সেই নটবর তোকে পরিত্যাগ কোরে গেচে, তাতেও তোর হৃদয় চঞ্চল হয় নি, তোর তুল্য কঠিন কাকেও দেখি নাই। (গাত্রোত্থান করিয়া পুষ্পোদ্যানে গমন) আহা! এই যে আমার ন্যায় বৃক্ষ সকল অনবরত পত্র পাতচ্ছলে নয়ন জল ফেল্‌চে, মাধবীলতা যেন মাধবের বিরহে শোকাকুল হোয়ে পুষ্প পতনচ্ছলে শোক প্রকাশ কোচ্চে।

শাকাকুলা বিরহিনী, আমি লো যেমন।
দিবানিশি মনোদুঃখে, ঝরিছে নয়ন ॥
তেমতি কি তরুবর, তবান্তর জ্বলে।
ফেলিছ নয়ন জল, পত্র পাতচ্ছলে ॥
অথবা আমায় দেখে, করিছ ছলনা।
বল লো মাধবীলতে, বলো না বলো না ॥

কই এ যে কোন উত্তর দেয়না, বুঝি আজ আমাকে হ ভাগিনী বিরহিনী দেখে কথা কোচ্চে না, অহঙ্কা নিরুত্তর হলো। (চিন্তা করিয়া) তবে এখানে অ কি কায, সপত্নীর খোসামোদ করা কর্ত্তব্য নয়। (বৃক্ষে পরি শারিকাকে দেখিয়া) শারিকে! তুই এখনও নি হোয়ে এখানে বোসে আচিস্। আমি তোকে প্রি তমের সংবাদ আন্‌বার জন্য পিঞ্জর হোতে ছেড়ে দি লেম্, তার কি কল্লি? পাপীয়সি! যখন আমার প্রা বল্লভ নিকটে ছিলো, তখন তুই আমার হোয়ে ক কথা বোলেচিস্, তাকে কত তিরস্কার কোরেচিস্, এখ একাকিনী বিরহিনী পেয়ে বুঝি আমার কথা অবহে কল্লি, আমি আর তোর মুখ দেখ্‌তে চাইনে, তুই এ খনি এই নিকুঞ্জ কানন হোতে দূর হ। (বেগে গমন করিতে২ ময়ুরীকে দেখিয়া দণ্ডায়মান) এই যে এখানে ময়ুরী বিরস বদনে একাকিনী বোসে আছে, এর ভা দেখে বোধ হোচ্চে, এ আমার ন্যায় নাথ বিরহে অ শাঙ্গ হোয়েচে। (নিকটে যাইয়া) বিহঙ্গিনি! তু আমার মত পরকে প্রাণ সমর্পণ কোরে বিরহ জ্বালা

অস্থির হোয়ে থাক্, তবে এসো উভয়ে উভয়কে আলি-ঙ্গন কোরে পরস্পরের মনোদুঃখ প্রকাশ করি। (হস্ত প্রসারণ করিবা মাত্র ময়ূরীকে স্থানান্তর হইতে দেখিয়া). কি! নীচ বিহঙ্গজাতি হোয়ে আমাকে পরিহাস কোরে আমার আলিঙ্গন অগ্রাহ্য কোল্লে। (উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া) এই যে এই দিকেই বসন্তসখা পিকবর উড়ে আস্‌চে, বোধ হয় প্রাণসখার কোন সংবাদ নিয়ে আমার কাছে আস্‌চে। পিকবর! তুমি কি আমার প্রাণকান্তের দূত, আমাকে তার কি কোন সংবাদ দিতে আস্‌চো? তা বোলে আ-মার বিরহ দগ্ধ হৃদয়কে শীতল কর, দেখ, তোমার সুমধুর কুহুরবে ত্রিলোক মোহিত হয়, কই আমার প্রাণধন বংশীধারীকে মোহিত কোরে এনে দিয়ে এ অ-বলা কুলকামিনির জীবন রক্ষা কর। কই! আমার কথায় তাচ্ছিল্য কোরে চোলে গেলো, বুঝি দুঃসময়ে সকলেই অনাদর করে।

(কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) যাই, একবার যমুনার কুলে যাই, যমুনার শোভা দেখে যদি প্রাণ সুস্থির হয়, (অগ্রসর হইয়া) আহা! যমুনা কেমন মৃদু কল্লোল কোরে আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হোয়ে আপন নাথ অভিমুখে বেগে যাচ্চে। কি চমৎকার! নাথ সমা-গমে নির্জ্জীব পদার্থের ও অসীম আনন্দের উদয় হয়। আহা! প্রাণনাথের সহিত যমুনা জলে কত জলকেলি কোরেচি, এইখানে তিনি নাবিক হোয়ে গোপীগণের

সহিত কত পরিহাস কোরেচেন, সে সকল মনে হে
হৃদয় বিদীর্ণ প্রায় হয়। (কদম্ব বৃক্ষের প্রতি)
কদম্ববৃক্ষ! তুমি আমার প্রাণসখার প্রিয় সহচর, f
তোমার মূলে বোসে সর্ব্বদা মধুর বংশীধ্বনী কোরে
তা এস একবার তোমাকে আলিঙ্গন কোরে তা
প্রাণ শীতল করি, (হস্ত প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গ
কি আশ্চর্য্য! সখার বিরহে আমার ন্যায় তোম
কি শরীর মলীন ও কঠিন হোয়েচে, তুমিও কি দিবা
পুষ্পপাতচ্ছলে রোদন কোচ্চো। সকলেই যদি শ
বিরহে শোকাকুল, তবে কার কাছে সান্ত্বনা পাবো?
আহা! পূর্ব্বে এই নিকুঞ্জবন কত আনন্দোৎসব
ছিল, এখন সেই সকলই আছে, কেবল এক জন বি
সব অন্ধকার, আর সে নিকুঞ্জবন বোলে বোধ হয় ন
এই নিকুঞ্জ বনে প্রাণনাথ কালি মূর্ত্তি ধারণ কোরে, দু
আয়ানের খড়্গ হইতে আমাকে উদ্ধার কোরেছিলে
মানময়ী বোলে চরণে ধোরে কত সাধনা কোরে ব
মার মান ভাঙ্গিয়েছিলেন, নিকুঞ্জ মধ্যে কামিনী কু
দেখে আমারই অনিষ্ট আশঙ্কা কোরে বনে২ হা রাধ
কৈ২র পাগলের মত ভ্রমণ কোরেছিলেন; আমা
রাজসিংহাসনে রাজা কোরে আপনি কোটাল বেশ
রণ কোরেছিলেন, আহা সে রাসলীলার কথা স্ম
হোলে স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়, আজ আমি নাথ বির
অনাথিনী হোয়ে সেই নিকুঞ্জকাননে পরিভ্র
কোচ্চি, ইহা কি সামান্য পরিতাপের কথা?

কি যাতনা! আর তো অবলার প্রাণে সহ্য হয় না। নাথ! আমি কখন কোন দোষের দোষী নই, আমি যে তোমা বিনে কাহাকেও জানি না, তবে কেন অকারণে পরিত্যাগ কোরে বিচ্ছেদ সাগরে ভাসালে। (ভূমিতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) একি শ্যামের পদচিহ্ন দেকচি যে, আহা! যে চরণ দেবতারা পূজা কোত্তে বাসনা করে, আমি সেই পদযুগল পাইয়াও দুর্ভাগ্যক্রমে হারালেম্। কি দুরাদৃষ্ট! এই হতভাগিনী পাপকারিণী পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ কোরেছিলো, তাই তার ভোগ ভুগ্‌চি, নইলে কি এমন দুর্দ্দশা হয়। (নয়ন জলে পদাঙ্ক লোপ হইতে দেখিয়া) হা অদৃষ্ট! প্রাণবল্লভের পদাঙ্ক দেখেও কতক সুস্থ হোয়েছিলেম্, কপালক্রমে তাও নয়নজলে লোপ হলো। রে পাপিষ্ঠ প্রাণ! তুই আর কি সুখে আছিস্, এখনি দেহ পরিত্যাগ কোরে প্রাণকান্তের অনুগামী হও, নতুবা বলপূর্ব্বক বের কোরে সকল যাতনার শেষ কোর্‌বো। আহা! সেই নীলকান্তের চন্দ্রবদন মনে হোলে আর তিলার্দ্ধ বাঁচ্‌তে ইচ্ছা হয় না। রে বিধাতা! তুই যে এত বাদ সাধ্‌বি, তা আগে জান্‌লে কি এত দূর পর্য্যন্ত হোতে দি, আগে তার উপায় কোত্তেম। প্রাণবল্লভ! তোমাকে দয়াময় বলে, কিন্তু তোমার শরীরে দয়ার লেশ মাত্র নাই, দয়ামায়া থাক্‌লে কি আমার এমন দুর্দ্দশা হয়। সখা! এ অবিনীকে পরিত্যাগ

কোরে যাবে বোলে কি এত ভালবাসা জানাতে, সে ভালবাসা কোথা রইলো, তুমি আমার ক্ষণে বিরসবদন দেখ্‌লে ব্যাকুলচিত্তে রোদন কোত্তে, তোমার সেই প্রাণাধিকা রাধিকা তোমার বিরহে শায়ী হোয়েচে, তাতেও কি তোমার মনে দয়া হো না। আমি কি নির্বুদ্ধি, এখনো আবার তোমার প্রাধিকা রাধিকা বোল্‌চি, যদি তোমার প্রাণাধিকা হোতে তা হোলে কি একেকালে পরিত্যাগ কোত্তে, কথা নয়, তবে যে বোল্‌তে সে কেবল মনরাখা কথা মাত্র

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়াঠেকা।

সখা, যায় বুঝি প্রাণ।
সহেনাঃ২ আর, তোমার বিচ্ছেদ বাণ॥
আগেতে জানিলে পরে, এ প্রাণ সেঁপি কি পরে,
কলঙ্কিনী ঘরে পরে, আরো গেল কুলমান।
কামনা সতত মনে, প্রেম আশা বিসর্জ্জনে,
ত্যজিব এ ছার প্রাণে, আহুতি করিয়া দান॥

[বৃন্দা ও ললীতার প্রবেশ]

বৃন্দা। ভাই ললীতে! রাজকুমারী আজ কেন একাকি নিকুঞ্জকাননে এসেচেন, এর ভাব বুঝ্‌তে পাচ্চি না, কখন তো একলা আসেন না। দেখ, বিরহ জ্বালা তাঁর মুখশ্রী কেমন মলীন হোয়ে গেচে, শরীর দিন শীর্ণ হোচ্চে, আর সে মনোহর লাবন্য কিছু মাত্র না

য হোক্, সহসা তাঁর সম্মুখে গিয়ে দেখা দেওয়া হবে না, গোপনভাবে ভাব্‌টা বোঝা উচিত।

তা। ভাই! তুমি ভাল বোলেচ্, এস কিছুক্ষণ এই লতার অন্তরালে গোপনভাবে থাকি।

[উভয়ের লতান্তরালে দণ্ডায়মান]

া। নাথ! আমার দশা কি কোল্লে, তোমার মনে কি এই ছিলো, তা জান্‌লে আগেই এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ কাত্তেম্।

কেমন কঠিন নাথ, বুঝিতে না পারি।
মনে নাহি ধর্ম্মভয়, বধিতে হে নারী॥
একেতো অবলা বালা, কুলের কামিনী।
সদা ভয় কিবা হয়, তাহে পরাধিনী॥
তোমার বিরহানলে, সদা জ্বলে অঙ্গ।
আকুল করিছে প্রাণ, তাহাতে অনঙ্গ॥
লাজভয়ে মনোদুঃখ, প্রকাশিতে নারি।
সতত বহে যে সখা, দুনয়নে বারি॥
কি করিব কোথা যাবো, উচাটন মন।
উচিত মরণ মোর, উচিত মরণ॥

(চক্ষের জল মোচন করিয়া) আর এ পাপ প্রাণ রেখে কি ফল? এত যন্ত্রণা সহ্য করার চেয়ে এ ছার প্রাণ প্রাণনাথের বিরহানলে আহুতি দেওয়াই উচিত।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল জলদ্‌তেতালা।

নাথের বিরহে দহে মন।
বনদগ্ধ মৃগী সম, হতেছি দাহন॥
তাহার বিরহানলে, দিবানিশি অঙ্গ জ্বলে,
সে জ্বালা নিবে না জলে, বাড়ে প্রতিক্ষণ॥
অবলা কুলের নারী, এ জ্বালা সহিতে নারি,
দুনয়নে ঝরে বারি, বিনে সেই জন॥

বৃন্দা। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! শ্রীমতিকে বিরহ যা[…] একবালে অধীরা কোরে ফেলেচে, এতে আর [...] পদার্থ নাই। (ললীতার প্রতি) ললীতে! [...] গোপনভাবে থাকা উচিত নয়, শ্রীমতিকে যে রূপ [...] স্থির দেখ্‌চি, কি জানি সহসা প্রাণ পরিত্যাগ কো[...] কোত্তে পারেন, তা চল সান্ত্বনা কর্‌বার চেষ্টা করি গে।

ললীতা। হেঁ ভাই, যে রূপ ভাব ভক্তি দেখ্‌চি, তাতে [...] গতি বোঝায় না, এস নিকটে যাওয়া যাক্‌।

(বৃন্দা ও ললীতা উভয়ের রাধিকার সম্মুখে গমন)

বৃন্দা। রাজকুমারী! একাকিনী বনে বোসে কি ভাব্‌চো, [...]শ্রুর জলে বক্ষঃস্থল ভেসে যাচ্চে। আহা! তো[মার] মলীনভাব দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্চে। ভয় কি[...] দুদিন শ্যাম মথুরায় গেচেন বোলে কি একেবারে উ[ন্মা]দিনী হোতে হয়, শান্ত হও, আর রোদন কোরো[না] অবিলম্বে প্রাণকান্তের সহিত পুনর্মিলন হবে।

তা। সখি! শ্যামকে ভালবাস বোলে কি এত উতলা হোতে হয়, দেখ তোমার সোনার শরীর কি হোয়ে গেচে।

রা। সখি! আমার মন শ্যাম বিরহে যেরূপ কাতর হোয়েচে, তাতে প্রবোধের সময় নয়। বিরহ হুতাশন শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হোয়ে অহর্নিশি অন্তর্দাহ কোচ্চে, তাতে প্রাণে বাঁচা সুকঠিন। সহচরি! এখন চিতা প্রস্তুত কোরে আমার প্রিয়কার্য্য সাধন কর, আমি জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করে এ তাপিত প্রাণ শীতল করি। যদি তোমরা স্নেহ পূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত না কর, তবে যমুনার জলে এ দেহ সমর্পণ কোর্‌বো। (সজল নয়নে বৃন্দার হস্ত ধারণ করিয়া) প্রিয়সখি! সকলের চেয়ে তোমাকে আপন ভগিনির ন্যায় অধিক স্নেহ করিয়া থাকি, তা কয়েকটী কথা বলি মনে রেখো। ভাই! আমাব অবিদ্যমানে এই সাধের নিকুঞ্জ বনের রক্ষণাবেক্ষণ কোরো, যেন কেহ ইহার কোন অনিষ্ট না করে। সখি! তুমি তো বিশেষরূপ জানো, যে আমি এই গোশাবককে আপন প্রাণাপেক্ষা অধিক স্নেহ করে থাকি, দেখ যেন ইহাকে কেহ কোন কষ্ট না দেয়। আমার প্রিয়তম শারিকাকে পূর্ব্বেই পিঞ্জর হোতে মুক্ত কোরে দিয়েচি, যদি পুনর্ব্বার আসে, তবে আর পিঞ্জব বদ্ধ কোরে কষ্ট দিওনা, তার যথা ইচ্ছা যাইতে দিও। ময়ুর ময়ুরীকে যত্নের সহিত পালন করিবে, যেন কেহ কোন রূপ পীড়ন না করে। প্রিয়সখি! যদি প্রাণকান্ত

পুনর্ব্বার কখন ব্রজপুরে আসেন, তবে বোলো যে চির-দুঃখিনী রাধিকা তোমার বিরহে জীবন পরিত্যাগ কোরেচে, যাহাতে তিনি শোকাকুল না হন, তা যত্নের সহিত করিবে। তোমাদের আর কি বোল্‌বো, কত সময়ে কত কটু বাক্য কোয়েচি, কত পরিহাস কোরেচি, তা প্রিয়ভগিনী বোধে সমুদায় অপরাধ ক্ষমা কোর্‌বে। উঃ কি যাতনা! মাত বসুন্ধরে! এই অনাথিনী কন্যাকে নিজ ক্রোড়ে স্থান দান করিয়া সকল যাতনার শেষ কর।

(ভূতলে পতন)

কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! অকস্মাৎ একি হলো (শশব্যস্তে ভূমি হইতে তুলিয়া ক্রোড়ে স্থাপন) রাজকুমারি! কি সর্ব্বনাশ কোল্লে, তোমার মনে কি এই ছিলো, তাতো স্বপ্নেও জানিনে, তা হোলে কুল-শীলের ভয় পরিত্যাগ কোরে সেই নিষ্ঠুর শ্যামকে আন্‌তেম্, এখন কি করি, কোথায় যাই, (নাকে হাত দিয়া) কই, নিশ্বাস তো পোড়্‌চে না, হাত পা অবশ দেক্‌চি, তবে কি সত্যি২ প্রাণ পরিতাগ কোল্লে। (উচ্চৈস্বরে রোদন)

। প্রিয়সখি! আমাদের দশা কি কোল্লে, আমরা যে তোমা ছাড়া হোয়ে ক্ষণকাল থাকি নে, এখন কেমন করে তোমা বিনে জীবিত থাক্‌বো। রাজকুমারি রে২, প্রিয়সখি বোলে ডেকে প্রাণ শীতল কর, ক্ষণমাত্র দাঁড়াও, আমরাও তোমার অনুগমন করি।

রাগিণী আলাহিয়া। তাল আড়াঠেকা।

উঠ গো সজনী তুমি, ত্যজিয়ে শয়ন।
প্রাণসখি বোলে ডাকি, যুড়াও জীবন॥
সুখশয্যা পরিহরি, কেন গো ভূমেতে পড়ি,
নয়নে বহিছে বারি, মুদিত নয়ন।
অনুক্ষণ সবে মেলি, করিতাম সুখে কেলি,
আজ কোথা যাও ফেলি, হোয়ে বিস্মরণ॥

[সকলের প্রস্থান]

যবনিকা পতন।

ব্রজলীলা সমাপ্তঃ।